NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ কিশোর কুমারকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন মাস্টার ব্লাস্টার

অরল্যান্ডোর ফুটবলারের সঙ্গে ঝামেলা, মায়ামি দেখল মেসির রুদ্র রূপ ৮

কলকাতা ৫ অগস্ট ২০২৩ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 05.08.2023, Vol.17, Issue No.56, 8 Pages, Price 3.00

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র বেহালা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাত সকালে বাবার হাত ধরে স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসছিল বছর সাতের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ছোট্ট সৌরনীল। কিন্তু স্কুলে এসে আর পৌঁছনো হল না। স্কুলের সামনেই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সৌরনীল সরকারের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন একমাত্র ছেলে হারানো বাবা সরোজ কুমার সরকার। স্কুলের ব্যাগ আঁকড়ে ধরে আদরের সোনাই যে আর ফিরবে না তা মানতেই পারছেন না মা দীপিকা সরকার। বিকেলে কাচের গাড়িতে করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় ছোট্ট নিথর দেহটাকে।

বেহালা চৌরাস্তায় মাটি বোঝাই লরি ধাক্কা মেরে শিশুটির মাথা থেঁতলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের ভ্যানে। বেশ কয়েকটি সরকারি বাস ভাঙচুর করা হয়। স্থানীয়দের বিক্ষোভে প্রায় ৩ ঘণ্টা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবার রোড। বিক্ষুব্ধ জনতার দাবি, দুর্ঘটনার পর লরিচালককে ধরা গেলেও পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগও এনেছেন স্থানীয়রা। তবে সকাল ১০টা নাগাদ কোনা এক্সপ্রেসওয়ের বাবলাতলা থেকে ওই ঘাতক লরির চালককে গ্রেপ্তার করে হাওড়া ট্র্যাফিক পুলিশ। পরে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের হাতে।

এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়েন বিক্ষোভকারীরা। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। আর তাতেই আরও বিপত্তির সৃষ্টি হয়। স্কুলের সামনেই কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানোয় ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে।

এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, এদিন ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে আধিকারিকদের লক্ষ্য করে যে ইট ছোড়া হয় তাতে আহত হন কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগের যুগ্ম কমিশনার রূপেশ কুমার- সহ ৫ পুলিশকর্মী। লালবাজার সূত্রে খবর, রূপেশ কুমারের মাথা ফেটে গিয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। বেলা বাড়ার পর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে বেহালা চৌরাস্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এমন একটি দুর্ঘটনায় পুলিশের দিকেই আঙুল তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনার পর পরই স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকার মানুষ ও বড়িশা স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। স্কুলের সামনে পড়ুয়াদের সুরক্ষা কোথায়, এই প্রশ্ন তুলেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, ওই রাস্তায় ট্রাফিকের কোনও নিয়ম মানা হয় না, সে দিকে কোন নজরই নেই পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে গাড়ি চালকদের টাকা নেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগও জানাচ্ছেন তাঁরা। সোজা কথায় তোলা তোলার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, পুলিশ টাকা নেয় বলেই ওই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় লরি। তার জেরেই এদিনের এই ঘটনা বলে অভিযোগ। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠে যায়, অন্যান্য সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়েও। তাঁরা বলেন, একদিন নয়, বারবার এমন ঘটনা ঘটছে, তা সত্ত্বেও হুঁশ ফিরছে না পুলিশ প্রশাসনের।

বড়িশা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমার একটি ছেলেকে এই ভাবে হারাতে হবে বিশ্বাস করতে পারছি না। পুলিশ যদি সচেতন হত, তা হলে এই ঘটনা ঘটত না। আমাদের স্কুল থেকে এর আগে সাইকেল চুরি হয়েছিল। চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এই ঘটনার পুরো দায় পুলিশের।'

বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি) বিনীত গোয়েল। তিনি বলেন, 'যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এমনটা নয় যে ওখানে পুলিশ ছিল না। কিন্তু কেন এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত করা হবে। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তা-ও নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে।'

পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী, কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহালা দুর্ঘটনা ও অশান্তির ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। লালবাজারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন। নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলকে ফোন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। মুখ্যমন্ত্রী জানতে চেয়েছেন, কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, পরিস্থিতি কীভাবে এতটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ছাত্র মৃত্যুতে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু নিয়েও তরজায় জড়াল বিজেপি, তৃণমূল। শুক্রবার সকালে বাবার সঙ্গে স্কুল যাওয়ার পথে জেমস লং সরণিতে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় সৌরনীল সরকারের। তার বাবা আহত অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে। বেপরোয়া লরির ধাক্কায় ছোট্ট সৌরনীলের এহেন মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে বিক্ষোভ, পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চলে। এই দুর্ঘটনা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য পুলিশ কমিশনারকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কমিশনারের পদত্যাগের দাবি করেছেন শুভেন্দু। পালটা তাঁর কনভয়ের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতাকে বিঁধেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

মোদি পদবি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি রাহুলের

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে টুইট মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোদি পদবি অবমাননা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় স্বস্তি পেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বিচারপতি আরএস গাভাই এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রের বেঞ্চ শুক্রবার রাহুলের দু'বছরের জেলের সাজার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ফলে এ সংক্রান্ত সুরাত আদালতের রায় আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। সেই সঙ্গে ওয়েনাদের বরখাস্ত সাংসদ রাহুলের পদ ফিরে পাওয়ার সম্ভবনাও তৈরি হল।

মোদি পদবি অবমাননা মামলায় রাহুল গান্ধির সাজার উপর সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইট তিনি বলেন, 'এটি বিচারবিভাগের জয়।' শুধু তাই-ই নয়, এই জয় যে 'ইন্ডিয়া'কে আরও জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করার শক্তি জোগাল, সে কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস জানিয়েছে, ঘৃণার বিরুদ্ধে ভালবাসার জয় হয়েছে। সত্যের জয় হয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে অধীর বলেন, 'সত্যমেব জয়তে। রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে যে জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আজ প্রমাণিত হল এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে, এই দেশে বিচারব্যবস্থা অটুট রয়েছে।'

এদিকে, সুপ্রিম রায়ের পর কংগ্রেস শিবিরে উৎসবরে আবহ। বাজছে ঢোল। ক্ষণে ক্ষণে ওঠে রাহুল গান্ধি জিন্দাবাদ স্লোগান। উড়তে দেখা যায় ফুলের পাপড়ি। নয়াদিল্লির ২৪ নম্বর আকবর রোডের পার্টি অফিসে যেন অকাল দীপাবলির আবহ। তার মধ্যেই বোন প্রিয়াঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে দলীয় সদর দপ্তরে হাজির হন রাহুল গান্ধি। তিনি টুইটে ভারতের ধারণাকে অক্ষত রাখার কথা লিখলেন। যাকে অনেকেই দেশ 'ইন্ডিয়া' এবং দেশের মোদি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র ধারণাকে অক্ষত রাখার অঙ্গীকার হিসাবেই দেখছেন।

'অপরাধমূলক মানহানি' মামলায় দোষী সাব্যস্ত রাহুলের দু'বছর জেলের যে সাজা গত ২৩ মার্চ সুরাত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দিয়েছিল, তার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে রাহুলের আবেদন গত ৭ জুলাই খারিজ করে দিয়েছিল গুজরাত হাইকোর্টের বিচারপতি হেমন্ত প্রচ্ছকের বেঞ্চ। গুজরাত হাইকোর্টের আগে সুরাতের দায়রা আদালতও সাজার রায় বহাল রেখেছিল। কিন্তু শুক্রবারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর কংগ্রেসের মুখে হাসি ফুটল। স্বস্তি পেলেন রাহুলও।

ইন্ডিয়া জোটের শরিক সমাজবাদী পার্টিও রাহুলের 'মুক্তি'তে বিচারব্যবস্থারই জয় দেখছেন। সপার প্রধান অখিলেশ যাদব টুইট করেন, 'সুপ্রিম কোর্ট রাহুল গান্ধির সাজায় স্থগিতাদেশ দেওয়ায় বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আরও বাড়ল।' এই ঘটনায় বিজেপির অহংকার ধাক্কা খেল বলেই কটাক্ষ করেছেন অখিলেশ।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনও সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই নির্দেশ যে বিচারব্যবস্থার উপর বিশ্বাস অটুট রাখবে সে কথাও জানিয়েছেন স্ট্যালিন।

'ইন্ডিয়া' নয় বিরোধীদের ডাকুন 'ঘমান্ডিয়া'

নিদান দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: ফের বিরোধী জোটের নাম নিয়ে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। বৃহস্পতিবার বিহারের এনডিএ শরিকদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ওদের ইন্ডিয়া বলবেন না। বলবেন 'ঘমান্ডিয়া' অর্থাৎ অহংকারী।' মোদির বক্তব্য, দেশের স্বার্থে বা দেশপ্রেম দেখাতে নয়, কিছু মানুষ স্রেফ নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ইন্ডিয়া নামের জোট তৈরি করেছেন।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাদের সামনে কী কঠিন লড়াই অপেক্ষা করে রয়েছে, সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা তো পরে হবে, আপাতত বিরোধী জোটের 'ইন্ডিয়া' নামকরণেই প্যাঁচে পড়ে গিয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির রীতিমতো বিভ্রান্ত। একদিকে যেমন, বিরোধীদের আক্রমণ করার ক্ষেত্রে কীভাবে ইন্ডিয়া শব্দটিকে 'উহ্য' রাখা যায়, সেই রাস্তা খুঁজছে বিজেপি শিবির। অন্যদিকে আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বিরোধীদের আক্রমণ শানাতে গিয়ে বিতর্কে জড়াচ্ছেন।

বস্তুত বিরোধী জোটের নাম ইন্ডিয়া রাখার পর বিজেপি খানিকটা হলেও বিভ্রান্ত। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কখনও এই জোটকে তুলনা করছেন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে তো কখনও তুলনা করছেন জঙ্গি গোষ্ঠী 'সিমি'র সঙ্গে। বৃহস্পতিবার ফের তিনি দাবি করলেন,'ব্যক্তি স্বার্থে কিছু দলকে একত্রিত করে একটি জোট হয়েছে।' মোদির বক্তব্য ওদের ইন্ডিয়া বলা উচিত নয়। ওদের অহংকারি অর্থাৎ ঘমান্ডিয়া বলে ডাকা উচিত।

লকেটের বিরুদ্ধে ইডির কাছে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইডির দপ্তরে অভিযোগ দায়ের হল তৃণমূলের তরফ থেকে। বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইডি দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করলেন বিধাননগরের তৃণমূল মেয়র পারিষদ তুলসী সিন্‌হা রায়। লকেটের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, রোজ ভ্যালি সংস্থা থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন লকেট। সেই সংক্রান্ত তথ্যও ইডির হাতে তুলে দিয়েছেন বলে জানান তুলসী সিন্‌হা রায়।

ইডির কাছে অভিযোগ করার কারণ সম্পর্কে তিনি জানান, ইডি এই রোজ ভ্যালি-দুর্নীতির তদন্ত করছে, তাই ইডির কাছে নিরপেক্ষ তদন্তে আবেদন জানান তিনি। বলেন, প্রয়োজনে আরও তথ্য দিয়ে তদন্তকারীদের সহযোগিতা করতে রাজি তিনি। এদিকে এই অভিযোগপত্রে তিনি নিজেকে সমাজকর্মী ও আইনজীবী হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানকে নিয়ে বিতর্কের মাঝে জোড়াফুল শিবিরের থেকে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেডকে যে একটা বড় ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা চলছে তা স্পষ্ট।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও টাকা তছরুপের অভিযোগ আনেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের নিয়ে ইডি দপ্তরে হাজির হন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। এরই পাঁচদিনের মাথায় এবার বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ উঠল।

যদিও এ নিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চিটফান্ডে সবথেকে বেশি সুবিধা নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবার। সেটা তাঁদেরই একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন। চিটফান্ডে সুবিধা নিয়ে তাঁদের দলের মন্ত্রী, বিধায়ক জেলে গিয়েছেন। তৃণমূল দলটা চোর ডাকাতে ভরে গিয়েছে। আসল তদন্ত আড়াল করতে এসব করা হচ্ছে। আসল উপভোক্তা কে তা তো ওঁদের দলেরই মুখপাত্র বলেছেন। এসব করে কিছু লাভ হবে না। তাঁদের দলের একজন সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বলে, আর আমি ছবির জগতে ছিলাম বলে এখন এসব করছে।'

বিস্ফোরক মজুত মামলায়

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করল এনআইএ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রামপুরহা: সাতসকালে বীরভূমের পাইকরে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। তৃণমূল নেতা ইসলাম চৌধুরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জেলায় অবৈধ বিস্ফোরক মজুত মামলাতেই তৃণমূলের এই দাপুটে নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে এনআইএ আটক করেছে। বীরভূমের পাইকরের তৃণমূল নেতা ইসলাম চৌধুরী আটক হওয়ায় জেলার রাজনীতিতে গুঞ্জন তুঙ্গে। এমনকী আতঙ্কে অনেক নেতা থেকে পুলিশ অফিসার।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোরে হঠাৎই বীরভূমের পাইকর থানার কুশমোড় গ্রামে হানা দেয় এনআইএ-র একটি দল। বাড়ি থেকে আটক করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ইসলাম চৌধুরীকে। আটক করার পর প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পাইকর থানায়। সেখানেই তাকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে এনআইএ-এর গোয়েন্দারা। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে ইসলাম চৌধুরী মুরারই ২ ব্লকের কুশমোড়-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

সূত্রের খবর, বীরভূমে অবৈধ বিস্ফোরকের ব্যবসার অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগে আগেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন নলহাটির মনোজ ঘোষ নামে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। তাঁর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মনোজের পর এবার জেলারই আরও এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য আটক। ইসলাম চৌধুরী নামে ওই দাপুটে তৃণমূল নেতার আটক হওয়ার ঘটনায় জেলার রাজনীতিতে গুঞ্জন বাড়ছে। বিরোধীরাও শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে এই ইস্যুতে সোচ্চার হচ্ছে।

বিজেপির বিরোধিতার মধ্যেই উপাচার্য নিয়োগে নতুন সার্চ কমিটি গড়তে বিল পাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী বিজেপির প্রবল বিরোধিতার মধ্যেই কলকাতা-সহ রাজ্যের ৩১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য বাছাইয়ে সার্চ কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিধি পরিবর্তনের সংশোধনী বিল শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। অর্ডিন্যান্স আকারে এটি আগেই পাশ জারি হয়েছিল। এবার সেই অর্ডিন্যান্সকে আইনি স্বীকৃতি দিতে রাজ্য বিধানসভায় এই বিল আনা হয়। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, আচার্য তথা রাজ্যপালের মনোনীত সদস্যের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করা হবে। কমিটিতে ইউজিসি মনোনীত একজন সদস্য, রাজ্য সরকার মনোনীত একজন সদস্য এবং উচ্চ শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মনোনীত একজন সদস্য থাকবেন। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত একজন সদস্যও থাকবেন। সার্চ কমিটি এবার থেকে উপাচার্য পদে তিন থেকে পাঁচ জনের নাম সুপারিশ করতে পারবে।

যাঁদের নাম সুপারিশ করা হবে তাদের অন্তত দশ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা দশ বছর কোনও প্রতিষ্ঠিত গবেষণা সংস্থা বা শিক্ষা সংস্থায় প্রশাসনিক কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও চলবে। বিরোধী বিজেপি এই বিলের তীব্র বিরোধীতা করেছে শঙ্কর ঘোষ-সহ বিজেপি বধায়করা এই বিলে ইউজিসির নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে আরো আলোচনা ও সংশোধনের জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানান। মূলত মুখ্যমন্ত্রী নিবাচিত সদস্যকে সার্চ কমিটিতে রাখার এবং অবসরের পর উপাচার্যদের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানোর তাঁরা প্রতিবাদ করেন।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, আইআইএমের মতো কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্চ কমিটিতে রাষ্ট্রপতির তিনজন প্রতিনিধি থাকে। তাতে দোষ না হলে রাজ্যের সার্চ কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি থাকলে অসুবিধা কোথায়। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন-ইউজিসির বিধি মেনেই এই আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটিতে রাজ্যপাল মনোনিত প্রতিনিধি ইউজিসির প্রতিনিধি থাকলে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি কেন তানিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্যপালকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে রাখার বিষয়টিও ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রতিফলন বলে দাবি করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, আলিয়া-সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাক্তন পুলিশকর্তা বা প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়োগ করে রাজ্যপাল নিজেই ইউজিসির বিধি ভঙ্গ করছেন। কারণ সেখানে স্পষ্ট বলা আছে উপাচার্য হিসাবে মনোনিত প্রার্থীর ১০ বছর অধ্যাপনা করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এদিকে বিরোধী বিজেপি এই বিলের বিরোধীতা করে একে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানায়। ভোটাভুটি হলে ওই প্রস্তাব ১২০-৫১ ভোটে পরাজিত হয় ও ধ্বনি ভোটে বিল বিধানসভায় গৃহীত হয়। পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্য একতরফা ভাবে এই বিল পাশ করিয়েছে। তাঁরা এই বিল মানছেন না। নিজের বক্তব্য জানাতে বিরোধী দলনেতার এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে অনুরোধ জানান, যাতে তিনি এই বিলে অনুমোদন না দেন।

জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ মণিপুর

ইম্ফল, ৪ অগস্ট: বৃহস্পতিবার থেকে আবারও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে মণিপুর। পশ্চিম ইম্ফলে পুলিশ এবং সেনার সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় উত্তেজিত জনতার। সেই সংঘর্ষে এক পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার পুরুষ এবং মহিলাদের একটি বিশাল দল বিষ্ণুপুরের একাধিক পুলিশ চৌকিতে হামলা চালায়। শুধু হামলাই নয়, পুলিশ চৌকি থেকে বহু অস্ত্র লুট করে তারা। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আচমকাই একদল মহিলা এবং পুরুষ কিরেনফাবি এবং থাঙ্গালাওয়াই পুলিশ চৌকিতে ঢুকে পড়েন। তার পর হামলা চালান। পাল্টা পুলিশও সেই হামলা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ফলে দু'পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। শুধু কিরেনফাবি এবং থাঙ্গালাওয়াই পুলিশ চৌকিই নয়, হেইনগাং সিংজামেই থানাতেও হামলা চালানোর চেষ্টা করেন জনতা। কিন্তু সেই হামলা আটকে দেয় পুলিশ। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পশ্চিম ইম্ফলের একাধিক জায়গায় সেনা এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান উত্তেজিত জনতা। কুতরুক, হারাওথেল, সেনজাম চিরাং এলাকায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে এক পুলিশকর্মী-সহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশকর্মীকে স্নাইপার দিয়ে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত 03/08/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 10 নং এফিডেভিট বলে Subhash Nandi ও Subhash Ch. Nandy S/o. Harisadhan Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 26/07/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3828 নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Datta ও Amit Kr Dutta S/o. Anil Kumar Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 09/06/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9267 নং এফিডেভিট বলে Amitava Sinha Ray S/o. Sankari Prasad Sinha Ray ও Amitava Sinha Roy S/o. S. P. Sinharoy সাং কনুইবাঙ্কা, ধনিয়াখালি, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 03/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11920 নং এফিডেভিট বলে Tarkeshwar Nath Mishra S/o. Baishistha Narayan Mishra ও Tarakeshwar Nath Mishra S/o. Lt. B. N. Mishra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 03/08/23 S.D.E.M., জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7681 নং এফিডেভিট বলে Pratap Narayan Nandi ও Protap Narayan Nandi S/o. Biswanath Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 03/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11915 নং এফিডেভিট বলে Sibaprasad Ghosh S/o. Churabansi Ghosh ও Siba Prasad Ghosh S/o. C. M. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত 03/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11918 নং এফিডেভিট বলে Abdul Rafik S/o. Tajan Ali ও Abdul Raphik S/o. A. T. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
আমি Asif Rana Mondal S/o Anarul Islam Mondal, গ্রাম ডল্টনপুর পোঃ + থানা হরিহর পাড়া জেলা মুর্শিদাবাদ। কিছু কাগজে আমার ও আমার পিতার নাম ভুল আছে। গত ১২/০৭/২০২৩ তারিখে বহরমপুর SDEM(S) কোর্টে এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, Asif Rana Mondal ও Asif Rana এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং Anarul Islam Mondal ও Anarul Islam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি
ইন দ্যা কোর্ট ওফ এল.ডি. সিভিল জজ (জুনিওর ডিভিসন) অ্যাডিসনাল, চন্দননগর
কেস নং- টাইটেল সুট- ১৯১/২০২৩

ভুপতি চন্দ্র দাস ও দীং ...বাদীগন
-বনাম-
রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি ও দীং ...বিবাদীগন

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদীগন, উপরোক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে, নিম্ন তপশীল বর্ণীত সম্পত্তিতে একটি দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে বিবাদীগন বা অপর কোনো ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিগনের কোনো আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি বা আপনার উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া তাহার কারন দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

A-Schedule
That all that piece and parcel of land measuring 2.82 acres or 282 sataks described as Pukur out in R.S. & L.R. plot no- 697, under L.R. Khatian no- 446, 675, 1583, 1738 1743, 2847, 4056, 4057, 4059, 4989 of Mouza Jalaghata, J.L No. 79 under P.S.- Singur, Districrt-Hooghly.

B-Schedule (part and parcel of A Schedule)
A piece of land measuring 40 ft. length x 12 ft width in the eastern embankment of A Schedule property

অর্ঘ্য ঘোষ
অ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
Partha Halder
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন)
অ্যাডিশনাল, চন্দননগর, হুগলী
১৪-৭-২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই আগষ্ট শনিবার। ১৯শে শ্রাবন। চতুর্থী তিথি। জন্মে মীনরাশি, অষ্টত্তরী রাহুর মহাদশা, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে ত্রি পাদ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে - সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি ? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি - জমা - কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন ।পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক - মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো ।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে - তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন - তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান - সুবর্ণ সুযোগ ।আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে - বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি ? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নিখরচায় আইআইটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে নিখরচায় আইটিআই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ডব্লিউবিপিডিসিএল তার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এই কর্মসূচি নিয়েছে। শুক্রবার রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, প্রথম পর্যায়ে ২১৬ জনকে এই আইটিআই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণকালে ভাতাও পাবেন প্রশিক্ষণরতরা। প্রশিক্ষণ চলাকালীন যুবক-যুবতীরা ৬ হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। সঙ্গে যাতায়াত খরচ হিসাবে দেওয়া হবে ১ হাজার টাকা। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকে শংসাপত্রও পাবেন। প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতার এই শংসাপত্র দেখিয়ে ভবিষ্যতে চাকরির আবেদনও করতে পারবেন তাঁরা।

প্রাথমিকভাবে বক্রেশ্বর এবং সাগরদিঘি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী আইটিআই সিউড়ি এবং আইটিআই বহরমপুরকে প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার-সহ মোট আটটি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এজন্য পৃথক একটি অনলাইন পোর্টাল খোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে ইচ্ছুক প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। প্রথম ব্যাচ যদিও শুরু হচ্ছে আইটিআই সিউড়িতে। ২১৬ জনের এই প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের মধ্যে ১৫৬ জন ফিটার মেকানিক্যাল অ্যাসেম্বলি কোর্স এবং ৬০ জন সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান নির্মাণে প্রশিক্ষণ নেবেন। পরের ব্যাচটি অগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আইটিআই বহরমপুরে শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে ডব্লিউপিডিসিএলের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর পিবি সেলিম জানিয়েছেন।

এদিন সল্টলেকে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবন থেকে ভার্চুয়ালি জল সঞ্চয়, পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প হিসেবে সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে লেগুনের (উপহ্রদের) মাধ্যমে ছাই মিশ্রিত জলের পুনঃ সঞ্চালন এবং পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

আইইএমএ-র উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল বেঙ্গল পাওয়ার কনক্লেভ-২০২৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতে বৈদ্যুতিক, শিল্প ইলেকট্রনিক্স এবং সহযোগী সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের শীর্ষ সংস্থা আইইএমএ-এর উদ্যোগে কলকাতায় হয়ে গেল 'বেঙ্গল পাওয়ার কনক্লেভ-২০২৩'। শুক্রবারের এই কনক্লেভে সরকারের তরফ থেকে ২৫০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি এদিনের এই কনক্লেভে অংশ নেন। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ওসংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রতিনিধি, পাওয়ার ইউটিলিটি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে 'দ্য বেঙ্গল স্টোরি- এ ক্রনিকল অফ পাওয়ার অ্যান্ড প্রগ্রেস' নামে এক কফি টেবিল বইয়েরও উদ্বোধন হয়। এই কফি টেবিল বইটি তুলে ধরা হয়েছে আদতে বাংলার বিদ্যুৎ সেক্টরের অসাধারণ যাত্রার গল্প। সঙ্গে রাখা হয়েছে এর মাইলফলকের কথাও।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আর এন সিং জানান, এখনকার দিনে চারটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল 'রোটি, কাপড়া, মাকান এবং বিজলি। সঙ্গে এও জানান, শিল্প এবং আইইএমএ ছাড়া কোনও কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, গত দশকে অসাধারণ উন্নতি দেখা যাচ্ছে। যার জেরে ভারতে রয়েছে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক। এরই পাশাপাশি তিনি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারের উপর এবং রাজ্যে পাম্প হাইড্রো স্টোরেজের উপর জোর দেন। এদিকে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্ম সচিব প্রলয় মজুমদার জানান, কোনও রাজ্যের পরিকাঠামোর ব্লাড লাইন হল পাওয়ার অর্থাৎ বিদ্যুৎ। সঙ্গে এও জানান, শিল্পের ভারসাম্য আনতে হলে নবায়নযোগ্য অর্থাৎ রিনিউয়েবল এনার্জি এবং প্রচলিত শক্তির উৎস, এই দুটির ওপরেই জোর দিতে হবে।

আইকিউওও স্মার্টফোনের ডিজিটাল প্রচারাভিযানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাই পারফরমেন্স স্মার্টফোন ব্র্যান্ড আইকিউওও 'স্লিপলেস স্টার' শিরোনামে একটি ডিজিটাল প্রচারাভিযান শুরু করল। সংস্থার তরফ থেকে তাদের সাম্প্রতিক লঞ্চ করা নিও-৭ প্রো স্মার্টফোনের জন্য ক্যারিশম্যাটিক সুপার স্টার ডুলকার সালমানকে দিয়ে একটা অনন্য কাহিনি প্রদর্শনও করা হয়। এখানে দেখানো হয়েছে সালমান প্রলোভনে পড়ে কী ভাবে ফোন ব্যবহার করতে শুরু করেন। এরপরই টেক থেরাপির একটি নতুন রূপও আবিষ্কার করেন। সংস্থার তরফ থেকে আশা করা হচ্ছে, নির্মিত ফিল্মটির আখ্যান আধুনিক সময়ের ফোন ব্যবহারকারীদের অনুপ্রাণিত করবে। এই ফিল্মটি সামাজিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখাও যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

বিশেষ পরিকল্পনা এজিস ফেডরাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া ব্যক্তিগত জীবনবীমা কোম্পানি এজিস ফেডরাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আগামী ৫ বছরের জন্য তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ এক পদক্ষেপ নিল। সংস্থার লক্ষ্য, আগামী ৫ বছরে ৮০ শতাংশ সিএজিআর স্পর্শ করা। সংস্থার সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমডি, সিইও বিঘ্নেশ শাহানে জানান, ব্যবসার পরিধি বাড়াতে এজেন্সি, ডিএসটি গ্রুপ ও ডিজিটালের মতো ক্ষেত্র গুলোকে মালিকানাধীন করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। সঙ্গে এও জানান, দেশে জীবন বিমা শিল্প ৫ বছরে ১১ শতাংশ সিএজিআর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই কারণেই ৫ বছরে সংস্থা শাখার সংখ্যা দ্বিগুণ করে কর্মসংস্থান এনে এজেন্সি ব্যবসার শেয়ার দ্বিগুণ করার পরিকল্পনার পাশাপাশি হাওড়ায় কেন্দ্রীয় স্থানে শাখাও আনা হয়েছে।

ভিভোর নতুন প্রচারাভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্মার্টফোন নির্মাতা ভিভো তাদের প্রচারাভিযানে 'লিভ দ্য জয়' একটি নতুন ফিল্ম প্রকাশ করল। আড়াই মিনিটের এই ভিডিওতে দেখানো হয়েছে সরলীকৃত প্রযুক্তির ভিভো সবার সঙ্গে কীভাবে তার ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। আপাত দৃষ্টিতে অধরা মূল্যকে 'জয়' করাই জীবনের প্রয়োজন এই বার্তা দিতে ৩টি গল্পের মন্টেজ তৈরি করেছেন এই ছবির পরিচালক নীরজ ঘায়ওয়ান।

সুস্থ হয়ে ওঠা মানসিক রোগীদের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে 'প্রত্যয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও যেসব মানসিক রোগীদের পরিবার তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিচ্ছেনা তাদের জন্য 'প্রত্যয়' নামের আবাস তৈরি করা হয়েছে। কলকাতা ও শিলিগুড়িতে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এরকম দুটি আবাস পরিচালনা করছে বলে শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় নারী-শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সব মানসিক রোগী সুস্থ হয়ে গিয়েছেন কিন্তু দেখ ভালের দরকার অথচ পরিবার ফেরত নিচ্ছেন না প্রত্যয় তাদের জন্য তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে কলকাতা এবং বহরমপুরে দুটি প্রত্যয় আবাস তৈরি করা হয়েছে। পাভলভ এবং লুম্বিনীর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওই ধরণের সমস্যায় থাকা রোগীদের এই প্রত্যয়ে রাখা হচ্ছে। কলকাতা ও বহরমপুরে যথাক্রমে ১০০ জন আছে ও ৮০ জন আবাসিক আছেন। রাজ্য সরকার তাঁদের খরচ বহন করছেন। মনোরোগ থেকে সেরে ওঠা মানুষদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী 'প্রত্যয়'। এক সময়ে বছর বছর কেটেছে লুম্বিনী পার্ক কিংবা পাভলভ হাসপাতালে। মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পেলেও সমাজের ছুতমার্গ হয়তো পিছু ছাড়েনি। তাই নিজের বাড়ি ফেরা হয়নি। তাঁদের জন্যই নতুন সংসার পাতা হয়েছে। হয়েছে নতুন ঘর। মানসিক রোগ থেকে সেরে ওঠা সেই ব্যক্তিদের জন্য তৈরি হয়েছে 'প্রত্যয়'। এখন আবাসিকেরা হয়ে উঠেছেন একে অপরের কাছের মানুষ। যেমন ওষুধ চলছিল, তেমনই চলছে। কিন্তু তার সঙ্গে নতুন করে স্বাধীনভাবে জীবন গড়ার প্রস্তুতি হচ্ছে। রোজের জীবনের খুঁটিনাটি কাজ নিজে করে নেওয়ার অভ্যাসও করা হচ্ছে। আবার চলছে আয়ের ব্যবস্থা খোঁজার চেষ্টা। যে যেমন কাজ পারেন, তার ভিত্তিতেই করতে হবে চাকরির সন্ধান।

মাধ্যমিক পড়ুয়াদের জন্য 'ম্যাজিক বক্স'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিক্ষকদের বৃহত্তম সংগঠন- এএসএফএইচএম (এডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিসট্রেস) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (বাংলা মাধ্যম) ২০২৪-এর মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের জন্য অফলাইন এবং অনলাইন অধ্যয়ন সামগ্রীর সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ স্টাডি প্যাক প্রস্তুত করেছে।

যাদবপুরের বিজয়গড় বিদ্যাপীঠে মাত্র ৪৪ জন হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিসট্রেস এর উপস্থিতিতে ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি, এএসএফএইচএম-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সংগঠনের প্রায় ৪০০০ সদস্য রয়েছে।

যেহেতু বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষার অ্যাপ নেই, এএসএফএইচএম মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে 'ম্যাজিক বক্স' নামক উদ্যোগ সামনে নিয়ে এসেছে। অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক হতে হাত মিলিয়ে ম্যাজিক বক্সের বিষয়বস্তুগুলি প্রস্তুত করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরও ভালো নম্বর পেতে সহায়তা করবে।

পুনঃউন্নয়নে বদলাতে চলেছে শিয়ালদা স্টেশনের চেহারা

পুনঃউন্নয়নের পর শিয়ালদা স্টেশন দেখতে হবে এমনটাই।

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদী অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অন্তর্গত ভারতীয় রেলওয়েতে ৫০৮টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রাক্কালে একটি কার্টেন রেজারে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এদিনের এই কার্টেন রেজার অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সাংবাদিক বৈঠক করেন পূর্ব রেলের শীর্ষ কর্তা সেখানে তুলে ধরেন শিয়ালদা ভবিষ্যতে কেমন দেখতে হবে সেই ছবিও।

'ইনটেনসিফায়েড মিশন ইন্দ্রধনুষ' শুরু হাওড়ায়, মা-শিশুদের বিশেষ টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সারা দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে হাওড়া জেলায় আগামী ৭-১২ অগস্ট ২০২৩ মা ও শিশুদের বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচির প্রথম পর্যায় 'ইনটেনসিফায়েড মিশন ইন্দ্রধনুষ' করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই কর্মসূচির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় যথাক্রমে ১১-১৬ সেপ্টেম্বর এবং ৯-১৪ অক্টোবর ২০২৩ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ০-২ বছর এবং ২-৫ বছর বয়সের শিশুদের এবং গর্ভবতী মায়েদের যে সমস্ত টিকা বাকি আছে বা যাঁরা কোনও টিকা এখনও নেননি, তাঁদের প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হবে। এই উদ্যোগকে সফল করতে জেলার স্বাস্থ্যকর্মীরা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই ধরনের মা ও শিশুদের নামের তালিকা তৈরি করছেন বলেই জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

জেলার গ্রাম ও শহর এলাকার ১০০৮টি বিশেষ টিকাকরণ শিবিরের মাধ্যমে ২২,৬৭৪ জন মা ও শিশুকে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচিতে টিকাকরণ যোগ্য মা ও শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ০-২ বছর বয়সি ১০৮ ১২ জন, ২-৫ বছর বয়সি ৪৬৯৪ জন ও গর্ভবতী মা ১৬৪৮ জন। ৫ বছর পর্যন্ত শিশু যারা হাম ও রুবেলা টিকা পাবে, তাদের সংখ্যা ৫৫২০ জন। এই কর্মসূচিকে সফল করতে মাইকিং, পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদির পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার শুরু করেছেন বলেই জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমা এলাকাতে প্রতিটি ব্লকভিত্তিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

'অমৃত ভারত' প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ১০টি স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় রেল দ্রুতগতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন ভারত মোতাবেক আধুনিকীকরণের পথে হাঁটছে। এই আধুনিকীকরণের পরিকল্পনাতে স্টেশনগুলোকে বিশ্বমানের ব্যবস্থা ও দ্রুতগামী করার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। গোটা ভারতে ১৩০৯টি স্টেশনকে এর আওতায় আনা হচ্ছে। যার মধ্যে ৫০৮টি স্টেশনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ৬ অগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সসিং পদ্ধতিতে হতে চলেছে।

এই ৫০৮টি স্টেশনের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ১০টি স্টেশন 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। রাঁচি বিভাগের হাতিয়া স্টেশনের আধুনিকীকরণের জন্য ৩৫.৫ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। রাঁচি বিভাগের পিসকা স্টেশনের জন্য ২৭ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। চক্রধরপুর বিভাগের রাজগাংপুর স্টেশনের জন্য ৩০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। চক্রধরপুর বিভাগের রাজখাড়সোয়ান স্টেশনের জন্য ৩০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। চক্রধরপুর বিভাগের মনোহরপুর স্টেশনের জন্য ২৭ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। চক্রধরপুর বিভাগের বারবিল স্টেশনের জন্য ১৬ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে।

খড়গপুর বিভাগের ঘাটশিলা স্টেশনের জন্য ৩১ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। খড়গপুর বিভাগের জলেশ্বর স্টেশনের জন্য ২৩ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। খড়গপুর বিভাগের বারিপাডা স্টেশনের জন্য ১৭ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। আদ্রা বিভাগের বোকারো স্টিল সিটি স্টেশনের জন্য ৩৩.৫ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে।

এই উন্নয়নের কাজকে ভারতের বৈচিত্র্যের প্রতীক রূপে তুলে ধরা হচ্ছে। এতে মসৃণ রেল ব্যবস্থা সহ প্রয়োজনীয় কাঠামো অপসারণ করে উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব সবুজ উর্জাকে প্রকাশিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতিটি স্টেশনে 'সিটি সেন্টার' ধাঁচের ব্যবস্থা থাকবে। উভয়মুখী প্রবেশ ও বেরনোর ব্যবস্থা থাকবে। উন্নতমানের বিল্ডিং তৈরি হবে। উন্নতমানের যাত্রী ব্যবহারের জন্য সরঞ্জাম রাখা হবে। উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও দৃষ্টিনন্দনকারী স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সহ ল্যান্ডস্কেপ রাখা হবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ অগস্ট ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩০, শনিবার

উলুবেড়িয়া পঞ্চায়েতে নথি বিকৃতি মামলা, বিচারপতি সিন্‌হার বেঞ্চে ফিরল মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উলুবেড়িয়ার পঞ্চায়েতের নথি বিকৃত করার মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। মামলা ফেরত গেল সিঙ্গল বেঞ্চেই। সিঙ্গল বেঞ্চকে বিস্তারিতভাবে এসডিও-র বক্তব্য শোনার পরামর্শ ডিভিশন বেঞ্চের। এসডিও-র বক্তব্য শুনে তারপরেই চূড়ান্ত নির্দেশ দেবে সিঙ্গল বেঞ্চ, এমনটাই নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চের। উলুবেড়িয়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক প্রার্থীর জাতি শংসাপত্র বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই প্রশ্ন ওঠে বিডিও এবং এসডিও-র ভূমিকা নিয়েও। এরপরেই হাইকোর্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে-র নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে দেয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। সম্প্রতি এই কমিটি অনুসন্ধান রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। সেখানে বিডিও, এসডিও এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিককে সাসপেন্ডের সুপারিশ করা হয়।

কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, সিঙ্গল বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, উলুবেড়িয়ার এসডিও শমীককুমার ঘোষ, বিডিও নিলাদ্রীশেখর দে, জাতি শংসাপত্র বিভাগের অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর কৃপাসিন্ধু সামইয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা উচিত। উলুবেড়িয়ার বিডিও-এসডিও-কে সাসপেন্ড করার জন্য রাজ্যকে সুপারিশ করেন বিচারপতি সিন্‌হা। এর আগে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিলেন বিডিও। তাঁর আবেদন আগেই খারিজ করেছিল ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু বিডিও নন, ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিলেন এসডিও-ও। শুক্রবার এই মামলাটি ওঠে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপূর্ব সিন্‌হা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। তবে এদিন সিঙ্গল বেঞ্চের কোনও নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিন ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'মনোনয়নপত্রে তথ্য বিকৃত মামলায় যে রিপোর্ট পেশ করেছে কমিটি তাতে অনিয়ম হয়েছে বলে মনে করছে আদালত। সিঙ্গল বেঞ্চ সাসপেন্ড সম্পর্কিত যে কথা বলছে তা প্রাক্তন বিচারপতি পরিচালিত কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে। তিন আধিকারিকের সাসপেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের শীর্ষ কর্তাদের বিবেচনা করতে বলেছে সিঙ্গল বেঞ্চ। নতুন করে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়ার আগে সিঙ্গল বেঞ্চ এসডিও-র বক্তব্য শুনবে।' এরপর ডিভিশন বেঞ্চ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেয়। এই কমিটির রিপোর্ট কোথাও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। সিঙ্গল বেঞ্চ এই কমিটির রিপোর্ট দেখে পদক্ষেপ করেছে। এক্ষেত্রে এসডিও ব্যক্তিগত ক্ষমতায় নিজের বক্তব্য জানাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সিঙ্গল বেঞ্চের কাছে করতে হবে আবেদন। সর্বোপরি সিঙ্গল বেঞ্চের কোনও নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নের সময় উলুবেড়িয়ার বাহিরা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাম প্রার্থী কাশ্মীরা বেগমের মনোনয়নপত্র বিকৃত করার অভিযোগ ওঠে। এই আসনটি ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষিত ছিল। অভিযোগ ওঠে কাশ্মীরার জাতিগত শংসাপত্র বিকৃত করার বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেননি স্থানীয় বিডিও। এই সূত্রেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই বাম নেত্রী। এরপর মামলায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে'র নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

উপঢৌকন না দিলে পাশ নয়

কাঠগড়ায় এনআরএস-এর দুই চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এনআরএসের অধ্যক্ষ ও স্বাস্থ্যভবনের কর্তাদের মধ্যে চালাচালি হওয়া সরকারি নথিতে অ্যানাটমি ও নিউরোমেডিসিনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ।

অ্যানাটমি বিভাগের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্র সংসদের অভিযোগ, তাঁর কথা না শুনলে পরীক্ষায় পড়ুয়াদের খারাপ ফলের হুমকি দেওয়া হয়। নিউরো মেডিসিনের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ওই বিভাগের পিডি পিটিদের অভিযোগ,পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্য নাকি উপঢৌকনও চাওয়া হয়। অভিযোগ পেয়ে অ্যানাটমি বিভাগের অধ্যাপককে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে ও নিউরো বিভাগের অধ্যাপককে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ফেরত পাঠানোর সুপারিশ করা হয়। এদিকে অভিযোগ ওঠে, অ্যানাটমি বিভাগের অধ্যাপকের বদলির নির্দেশিকা জারি হওয়ার পরও তা স্থগিত হয়ে যায়। আর এই সব ইস্যুতেই স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজকতা নিয়ে সরব বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন।

এদিকে সূত্রে খবর, এনআরএস-এর দুই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আরটিআই করেন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের আহ্বায়ক পুণ্যব্রত গুণ। তাতেই প্রকাশ্যে আসে সরকারি নথি। জেপিডি-র আহ্বায়ক পুণ্যব্রত গুণের বক্তব্য, 'আমরা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে, হেল্‌থ সেক্রেটারিকে জানিয়ে আমরা ক্লান্ত। কারণ কোথাও কোনও কিছুই হচ্ছে না। কেউ কোনও পদক্ষেপই করছেন না। বাধ্য হয়ে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন কিংবা রাজ্যপালের কাছে যেতে হবে।' তাঁর অভিযোগ, এই নিয়ে তাঁরা একাধিকবার স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকেও একাধিকবার চিঠি লিখেছেন বলে জানান তিনি। কিন্তু অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠির একটিরও জবাব আসেনি।

এদিকে এনআরএসের অ্যানাটমি বিভাগের অভিজিৎ ভক্ত অবশ্য জানান, 'সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা অভিযোগ। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ করা হচ্ছে। এটা শুনে আমিও অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

বাঙালির মন জিততে দুর্গাপুজোকে হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদ্ম শিবিরও বঙ্গবাসীর মন কাড়তে দুর্গাপুজোকেই হাতিয়ার করল বলে স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর। কারণ, এখন বিজেপির কাছে পাখির চোখ চব্বিশের লোকসভা ভোট। ফলে লোকসভা নির্বাচনে বাল কিছু করে দেখাতে হলে বঙ্গবাসীর মন জয় করা সবার আগে প্রয়োজন তা বেশ ভালই বুঝছেন কেন্দ্র থেকে রাজ্য সব স্তরের নেতারাই। সেই কারণে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোট পুজোয় জিততে দুর্গাপুজোয় মন পদ্ম শিবিরের। কারণ, বাঙালির প্রাণের উৎসব এই দুর্গাপুজো। বাঙালির মন জিততে পদ্মের মন এবার পুজোয়। জেলা থেকে কলকাতা। শহর থেকে শহরতলির বড় বড় পুজোর সঙ্গে জড়িত তৃণমূলের অনেক হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীরাও। পুজোর সময় লাইমলাইট কেড়ে নেন তৃণমূলের নেতারা। পাল্টা এবার পুজো নিয়ে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপিও।

এদিকে কেন্দ্র থেকে জেলায় জেলায় পৌঁছে গিয়েছে বিজেপির শারদীয়ার নির্দেশ। এই নির্দেশিকা

এসেছে তাতে বলা হয়েছে, 'প্রতিটি ব্লকে অনন্ত একটি পুজোয় নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে হবে। নিজের এলাকার পুজোর সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে হবে।' বিজেপি সূত্রের খবর, পুজোয় জনসংযোগের জন্য প্রতিটি জেলায় বিশেষ টিম তৈরি করছে গেরুয়া শিবির। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় নেতাদের দিয়ে দুর্গাপুজো উদ্বোধনের ভাবনা রয়েছে বঙ্গ বিজেপির। সূত্রের খবর, বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব চাইছেন, নরেন্দ্র মোদি এ রাজ্যে এসে অন্তত যেন একটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আর্জিও জানিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ-সহ বিজেপির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতার এ বার দুর্গাপুজোয় রাজ্যে আসার কথা। ২০২০ থেকে সল্টলেকের ইজেডসিসি-তে দুর্গাপুজো শুরু করে বিজেপি। এর কয়েক মাস পরেই একুশের ভোটে বিজেপির কার্যত ভরাডুবি হয়। ফলে সে বছর বিজেপির পুজোর জৌলুসেও যেন কিছুটা ভাটা পড়ে।

এদিকে এ বার পঞ্চায়েত ভোটেও দাপট দেখিয়েছে তৃণমূল। তবে বছর গড়ালেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে পুজোয় ফের মন দিচ্ছে পদ্ম শিবির। কারণ এই পুজোর মাধ্যমেই জনসংযোগের কাজটা সেরে ফেলতে চাইছে বিজেপি। সব মিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে বাংলা ও বাঙালির আবেগকে আঁকড়ে ধরার শেষ চেষ্টা চলছে বিজেপির তরফ থেকে।

যাদবপুরের উপাচার্যকে দ্রুত পদত্যাগের নির্দেশ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুরের উপাচার্যকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সঙ্গে এও নির্দেশ দেন শুক্রবারই উপাচার্যর পদত্যাগ কার্যকরী করার। এই ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর প্রতিক্রিয়া, 'আমার এই বিষয় নিয়ে কিছু বলার নেই। উনি তো নিয়োগ করছেন। তাছাড়া উনি তো উপাচার্যের সব সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন না।' পাশাপাশি এও জানান, 'এই সব নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতেই তো আমরা এই বিল পাশ করিয়েছি। প্রসঙ্গত, যাদবপুরের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে অমিতাভ দত্তকে একমাস আগেই নিয়োগ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

এদিকে দীর্ঘদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের পদটি ফাঁকা ছিল। অধ্যাপক অমিতাভ দত্তকে ওই পদে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল তথা আচার্য। যদিও তিনি উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর এই পদের সব সুযোগ সুবিধা নিচ্ছিলেন না।

ইছাপুর ইস্টল্যান্ড এলাকা থেকে উদ্ধার কয়েকটি তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর ইস্টল্যান্ড পুকুরপাড় এলাকায় শুক্রবার মহিষ চড়াতে এসে এক ব্যক্তি সন্দেহজনক কয়েকটি কৌট পড়ে থাকতে দেখেন। একটি কৌট হাতে তুলে খানিকটা দূরে ছুঁড়ে মারতেই সেটি বিকট শব্দে ফেটে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নোয়াপাড়া থানার পুলিশ। পুকুরপাড় এলাকা থেকে পুলিশ সাতটি তাজা কৌট বোমা উদ্ধার করেছে। প্রসঙ্গত, নোয়াপাড়ার থানার অধীনস্থ ইস্টল্যান্ড এলাকায় থাকা পরিত্যক্ত কোয়ার্টার ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। এলাকাটি প্রতিরক্ষা দপ্তরের হওয়ায় ওখানে বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। তবুও কারা, কেন এখানে বোমাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখছে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ।

কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা জগদ্দলের এলান্স জুটমিলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কর্মরত অবস্থায় এক শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে শুক্রবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো জগদ্দলের এলান্স জুটমিলে। মৃত শ্রমিকের নাম বিবেক কুমার রাজভর (৪১)। তিনি মিস্ত্রি বিভাগের শ্রমিক ছিলেন। তাঁর বাড়ি জগদ্দল থানা সংলগ্ন চার নম্বর গলিতে। মিলের শ্রমিক রাজেশ সাউ জানান, এদিন কাজ করার সময় ঠিক পৌনে আটটা নাগাদ আচমকা পেটে ব্যথা ওঠে বিবেকের। তখন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে বিবেকের বুকে ও মাথায় চোট লাগে। টিফিন টাইমে আটটা নাগাদ মিলের ভেতরে ডিস্পেন্সারিতে বিবেককে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ওষুধ ও ইনজেকশন দেওয়ার পর ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় বিবেকের। রাজেশের অভিযোগ, মিলে অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় ওকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যেতে অনেক দেরি হয়। গাড়ি করে হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিকে হাসপাতাল থেকে ফের বিবেকের মৃতদেহ মিলের

ভেতরে আনা হয়। মৃতদেহ ডিস্পেন্সারিতে রেখে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের বিক্ষোভ ঘিরে মিলের ভিতরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে জগদ্দল থানার পুলিশ। শ্রমিকদের দাবি, মৃতের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে। তাছাড়া মিলে ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করতে হবে। তবে বেলার দিকে মিল কর্তৃপক্ষের তরফে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজনকে চাকরির আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। মিলের তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অমর কুমার সিংয়ের অভিযোগ, এখানে পাঁচ হাজার জন শ্রমিক কাজ করেন। অথচ ডিস্পেন্সারি অবস্থা খুব খারাপ। এখানে ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা মেলে না। ভালো পরিষেবা থাকলে বিবেককে আজ বাঁচানো যেত। শ্রমিক নেতা অমর কুমার সিং জানান, মিল কর্তৃপক্ষ দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। সেটা মৃতের পরিবার মেনে নিয়েছেন। অমরের হুঁশিয়ারি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিলে ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু না হলে ফের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ করা হবে বলে এদিন হুঁশিয়ারি দিলেন শ্রমিক নেতা অমর কুমার সিং।

'তৃণমূলে আছি, তৃণমূলেই থাকব', তৃণমূল ভবনে ডাক পড়তেই অবস্থান বদল হুমায়ুন কবীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল ভবনে ডাক পড়তেই অবস্থান বদলালেন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে শনিবার তলব করা হয়েছে। সঙ্গে তৃণমূল সূত্রে এও জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের নেতৃত্বকে নিয়ে এদিন বৈঠক করবে রাজ্য নেতৃত্ব। সেখানেই হুমায়ুনকেও আসতে বলা হয়েছে। এই বৈঠকে সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম থাকবেন। কারণ, গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার 'বেসুরো' হয়েছেন হুমায়ুন কবীর। এমনও শোনা গিয়েছে, দল ছাড়তে পারেন আবারও। নতুন দল করতে পারেন, এমন জল্পনাও শোনা গিয়েছে। বঙ্গ রাজনীতির কেউ কেউ এমনটাও বলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে 'সখ্যতা' বাড়াতে চাইছেন হুমায়ুন। অধীর চৌধুরীর সঙ্গে তলে তলে যোগাযোগও রাখছেন, এমন তত্ত্বও শোনা গিয়েছে। যদিও কোনওটিই স্বীকার করেননি হুমায়ুন কবীর। বলেছেন, 'তৃণমূলে আছি, তৃণমূলেই থাকব।'

এরই পাশাপাশি শুক্রবার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর

এও জানান, 'উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে আমার কোনওদিন সমস্যা ছিল না। শোকজের জবাবও দিয়েছি। আর নতুন দল করার কোনও প্রশ্নই নেই।' একইসঙ্গে অধীর-যোগের কথা উঠতেই হুমায়ুন স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'অধীর চৌধুরীর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কেউ কেউ এ নিয়ে মিথ্যা রটাচ্ছে। অথচ জেলার বেশ কিছু তৃণমূল নেতা অধীরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।'

একইসঙ্গে হুমায়ুন এও জানিয়েছেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আমার কোনও সংঘাত ছিল না বা নেইও। যা সমস্যা হয়েছিল ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের টিকিট বণ্টন নিয়ে। যে বিধানসভার আমি নির্বাচিত সদস্য, সেখানে ২০২১ সালে যাঁরা খেটে দলকে জিতিয়েছিলেন, তাঁদের সরিয়ে রেখে টিকিট বণ্টন করা হয়েছিল। তাতেই জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আমার সংঘাত। এরপর সুব্রত বক্সি আমাকে একটি শোকজের চিঠি দেন। গত ২৯ জুলাই তা হাতে পাই। ১ অগস্ট তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। জবাবও দিয়েছি।'

তবে এখানে পুরনো রেকর্ড ভুলে গেলে চলবে না। হুমায়ুন কবীরের দল বদলের রেকর্ড আছে। কংগ্রেস, তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল-বাদ যায়নি কোনওটাই। বঙ্গ রাজনীতির একাংশ এরকম বলেই থাকেন, পোশাক বদলানোর মতো করে দল বদল করেন হুমায়ুন কবীর। সেই হুমায়ুন আবারও দল বদল করছেন বলে জোর জল্পনা শুরু হয় সম্প্রতি। ভোটের মুখে বারবার দলের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায় তাঁকে।

দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় বেশ কিছু কলেজের অনুমোদন আপাতত স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কিছু বেসরকারি কলেজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তাদের অনুমোদন আপাতত স্থগিত রাখতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নির্দেশ দিয়েছেন। এব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। কলকাতা রাজভবনে শুক্রবার স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে আমনে সামনে অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অভিযুক্ত কলেজগুলির বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই তদন্ত রিপোর্ট পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সমাজ গঠন সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে নিজের মতামত ভাগ করে নিতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উদ্যোগে রাজ ভবনে শুরু হয়েছে আমনে সামনে অনুষ্ঠান। শুক্রবার সকালে রাজভবনে ওই অনুষ্ঠানে কলকাতা ও জেলার ৬ জন পড়ুয়ার সঙ্গে রাজ্যপাল আলাদা আলাদা করে কথা বলেন। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, সামাজিক অবক্ষয় নিয়েও সরাসরি কথা রাজ্যের ওই পড়ুয়ারা সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। সৌম্যজিত সাহা বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ। দ্বাদশ শ্রেণি। দ্বিপায়ন দত্ত, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া। ফারুক আহমেদ, সংস্কৃত কলেজ। বাড়ি মুর্শিদাবাদ। কলকাতায় পিজিতে থাকে। ডলি সিং, হাওড়া। মাইকা কলেজ হাওড়ার পড়ুয়া। জাহানারা আনসারি, হুগলি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ঐশিকা সিনহা, আর্মি পাবলিক স্কুল, বালিগঞ্জ।

এই ৬ জনের সঙ্গে ঠিক সকাল ৬টা থেকে ১৫ মিনিট করে আমনে সামনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুধু আলোচনা নয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, সামাজিক অবক্ষয় নিয়েও সরাসরি কথা রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে। কিভাবে মিলল অ্যাপয়েনমেন্ট? রাজভবনের ওয়েবসাইটে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে নাম এন্ট্রি করানো। তারপর একটা ফোন কল গেল এদের কাছে। কী বলতে চাও রাজ্যপালকে?

সমাজের কোন দিকটা তুলে ধরতে চাও? উত্তর ভালো হলেই আমনে সামনেতে যোগদানের সুযোগ। আর্মি পাবলিক স্কুলের ঐশিকা সিনহার বাড়তি পাওনা, তার নিজের পাড়া নিউ আলিপুরের একটি বস্তির ৫ থেকে ১২ বছরের মেয়েদের নিয়ে তার নিজের মাইক্রো স্কিম নিউ আলিপুর 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'। সেই স্কিমের কথা শুনেই বেজায় খুশি রাজ্যপাল অনলাইনে সঙ্গে সঙ্গে ঐশিকার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করলেন ১৫ হাজার টাকা।

ইডি কী কারণে মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে হেপাজতে রেখে ট্রায়াল করতে চাইছে, প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তারের এত মাস পর এমন কী হল যে হেপাজতে রেখে ট্রায়াল করতে চাইছে ইডি?' শুক্রবার ইডির আইনজীবীকে এমনই প্রশ্ন করতে দেখা যায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে। একইসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, মূল অভিযুক্ত তাঁর স্বামী। শতরূপার প্রমাণ নষ্ট করার আশঙ্কা বা পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। কিন্তু ৭ জানুয়ারি থেকে সময় পেয়েছে ইডি।

এখানেই বিচারপতির প্রশ্ন যে, এত দিন তাহলে কী করল ইডি। সঙ্গে আদালত এও জানতে চায়, হঠাৎ কী হল যে কাস্টডিয়াল ট্রায়াল দরকার হয়ে পড়ল সে ব্যাপারেও। উত্তরে ইডির আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি জানান, 'শতরূপা নিম্ন আদালতে জামিন চাননি। হাইকোর্টে চেয়েছেন। আচরণ নিয়ে প্রশ্ন আছে। নিম্ন আদালতে জামিন আবেদন না করে হাইকোর্টে জামিন কীভাবে চাওয়া হচ্ছে?'

এদিকে তদন্তকারীদের দাবি, এই মামলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানিকের স্ত্রী ও ছেলের ভূমিকা। এর আগে ইডি জানিয়েছিল, দুর্নীতির টাকায় বিদেশ ভ্রমণ করেছেন মানিক-পত্নী, সন্তান। শুধু তাই নয়,

মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রীর জয়েন্ট অ্যাকাউন্টও ইডির নজরে। এমনও ইডির দাবি ছিল, তাঁদের সঙ্গে অ্যাকাউন্টে এমন একজন যুক্ত, যিনি বহু আগে মারা গিয়েছেন। অথচ অ্যাকাউন্ট এখনও চলছে। শতরূপা এই ঘটনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত বলেও দাবি ছিল ইডির। মানিক ভট্টাচার্যের 'কীর্তি'র সবটাই স্ত্রী জানতেন বলে দাবি তদন্তকারীদের।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুধু একা প্রাক্তন প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকেই গ্রেপ্তার করেনি ইডি, একইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও ছেলে শৌভিককেও। এদিকে শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মানিকের স্ত্রীর জামিন মামলার শুনানি ছিল। সোমবার এই মামলার ফের শুনানি।

পার্ক সার্কাস কানেক্টরে স্কুল বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সায়েন্স সিটির কাছে পার্ক সার্কাস কানেক্টরে একটি বেসরকারি স্কুলের একটি বাসে হঠাৎ-ই লাগে আগুন। শুক্রবার স্কুল ছুটির পর পড়ুয়াদের নিয়ে পেরার পথে ঘটে এই ঘটনা। সূত্রে খবর, যে বাসটিতে আগুন লাগে তা ছিল এসি বাস। সেখানেই আগুন লাগে। আগুন লাগতে দেখেই খুব দ্রুত এবং অতি তৎপরতার সঙ্গে পড়ুয়াদের বাস থেকে নামানো হয়। পাশেই ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় খুদেদের।

স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি বেসরকারি স্কুলের বাসে হঠাৎই প্রচণ্ড ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এরপরই শট সার্কিট বা অন্য কোনও কারণে আগুন লেগে যায় বলে জানা যায়। বাসের চালক, হেল্পার দ্রুত ছাত্রছাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে নেন। পড়ুয়ারা নিরাপদেই আছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়।

সম্পাদকীয়

সংসদে মুখ খুললে প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর নিয়ে ব্যর্থতার দায় নেওয়া ছাড়া কোনও রাস্তাই নেই

এই মানুষটিই একদিন সংসদকে 'গণতন্ত্রের মন্দির' আখ্যা দিয়েছিলেন; জীবনে প্রথমবার সংসদ কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন তার দ্বারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে, তার ধূলি মাথায় নিয়ে। আর সেই তিনিই সংসদকে এড়িয়ে চলার খেলায় হয়ে উঠেছেন অপরাজিত! নিয়ম ভাঙার খেলা সর্বদা বিপজ্জনক। মানুষকে ক্রমে বেপরোয়া করে তোলে। প্রবণতাটি নরেন্দ্র মোদির জন্য আরও লাগসই হয়ে গিয়েছে। প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা রক্ষায় তিনি আজ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেলাপি। সুশাসন প্রদানে তাঁর চরম ব্যর্থতা সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ এই জন্যই গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংখ্যালঘু শ্রেণির অধিকার, জাতিগত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা আজ ভারতজুড়েই চ্যালেঞ্জের মুখে। অপদার্থতা ও একচক্ষু নীতি যখন সরকারি প্রশাসনের অক্লান্ত সঙ্গী তখন দেশবাসীর শেষ ভরসাস্থলের নাম আদালত, বিচারবিভাগ। মোদি জমানায় বিচারবিভাগও বিপন্ন বোধ করছে বইকি! রাজ্যে রাজ্যে রাজভবনগুলির ভূমিকা আর কহতব্য নয়। মোদি সরকারের ব্যর্থতার এক ভয়াবহ ও করুণ ফসলের নাম মণিপুর। মণিপুরকে শান্তিপ্রিয় মানুষের বাসস্থান হিসেবে ফেরানোর সরকারি প্রচেষ্টা আর বিন্দুমাত্র আছে বলে দেশবাসী আর মনে করে না। তাই বিরোধীদের মহাজোট 'ইন্ডিয়া' মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্ক শুরু হওয়ার কথা ৮ আগস্ট। বাকি সব আপাতত মুলতুবি রেখে, মূলত মণিপুর নিয়েই যে সব বিরোধী দল মোদি সরকারকে পেড়ে ফেলতে মরিয়া হবে, তা বিলক্ষণ জানে সরকার পক্ষ। শুধু ভারতবাসীর নয়, নজর থাকবে আন্তর্জাতিক দুনিয়ারও। এই অনাস্থা প্রস্তাব সরকারকে ফেলে দেবে, এমনটা মনে করছেন না কেউই। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের মাত্র আটমাস আগে সংসদের ভিতরে সরকার যে নাস্তানাবুদ হবে, তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অনাস্থায় জিতে গেলেও এই জয় যে পরাজয়ের অধিক ম্লান দেখাবে তাতে সন্দেহ কী! এজন্যই কি বাদল অধিবেশনের একেবারে শেষপর্বে মুলতুবি প্রস্তাবের উপর আলোচনাটি রাখা হয়নি? সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেও একের পর এক বিতর্কিত বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার সুযোগ শাসক পক্ষকে দেওয়া হয়েছে। সংসদের এই বেনজির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যাবে। তার পরেও প্রশ্ন, ১০ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী কি আদৌ মুখ খুলবেন? কারণ মুখ খুললেই যে মণিপুরী ব্যর্থতার দায় মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। মুখ খুলেও নরেন্দ্র মোদি যদি দায় স্বীকার না করেন, ২০২৩ সালে এক প্রধানমন্ত্রীর অসত্য ভাষণের রেকর্ড রয়ে যাবে এই সংসদে।

জন্মদিন

আজকের দিন

কাজল

১৯২৯ *বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী গিরিজা দেবীর জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশ প্রসাদের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কাজলের জন্মদিন।*

উচ্চশিক্ষার হাওয়া বদল

ড. গৌতম সরকার

অবশেষে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুসারে এ রাজ্যও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু করাতে সিলমোহর লাগিয়ে দিল। তবে শিক্ষামন্ত্রী একটি বিষয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'একটি বিভ্রান্তিমূলক খবর প্রচার হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি মেনে নিচ্ছেদ তিনি জনগণকে এই ভুয়ো প্রচারে বিশ্বাস না করতে অনুরোধ করে আরও বলেছেন, 'রাজ্য সরকার একটি সম্পূর্ণ পৃথক স্টেট এডুকেশন পলিসি তৈরি করেছে। সরকার চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু না করলে এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ত। বাইরের রাজ্য বা দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যেত। অধিকন্তু আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন অধরা থাকতো।' শিক্ষামন্ত্রী শেষে একথা জানাতে ভোলেননি, 'তাঁদের সরকার মানুষের কথা ভাবে, তাই মানুষের কল্যাণে এই সরকার মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।'

শিক্ষার গতিপথ ঠিক করে দেওয়ার মালিক সরকার, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপারটি সামলাতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। গত বছর প্রথমবারের মত ঠিক হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সেন্ট্রালাইসড অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ফার্স্ট সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেবে। সেই সূত্রে প্রতিটি কলেজ থেকে যাবতীয় তথ্য পাঠাতে হল, অসংখ্য মিটিংয়ে যোগ দিতে হল, অবশেষে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বিশ্ববিদ্যালয় হাত তুলে নিল। শেষ মুহূর্তে কলেজগুলোকেই নিজ নিজ ভর্তি প্রক্রিয়া সামলাতে হল। এই বছরে শুরু থেকেই ঘোষণা করা হল, বিশ্ববিদ্যালয় আবার 'সেন্ট্রালাইসড অ্যাডমিশন সিস্টেম' চালু করতে চলেছে। পুনরায় কলেজের তরফে সমস্ত তথ্য প্রেরণ, একাধিক অনলাইন মিটিং, আলাপ-আলোচনা পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া যে আঁধারে ছিল সেই আঁধারেই রয়ে গেল। সেইসব মিটিংয়ে একবারও চার বছরের স্নাতক কোর্সের কথা উল্লেখ করা হয়নি, কৌতূহল প্রকাশ করলে জানানো হয়েছিল যেহেতু রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, তাই এটা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। অথচ বিষয়টি যে বেশিদিন ঝুলে থাকবে না, বা সর্বভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এই রাজ্য নিজেকে ব্রাত্য রাখতে পারবে না এটা না বোঝার কোনও কারণ ছিলোনা। শুধু বুঝলো না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যার ফলস্বরূপ আবার ধরাচূড়া ছেড়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেসাল্ট বেরোনোর সাতদিন পর সরকারি নির্দেশে চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড সাম্মানিক কোর্স চালুর সিদ্ধান্তে হাত ধুয়ে নিল। সমস্ত ঝক্কি পুনরায় গিয়ে পড়ল কলেজগুলোর ওপর, শুধু এই বছরে প্রস্তুত হওয়ার সময় পাওয়া গেল আরও কম।

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে এল, সরকার যদি সেই সিদ্ধান্তই নিল, তাহলে এত পরে নিল কেন? এমনিতেই কোভিড দুবছরে কলেজের সেমিস্টার সিস্টেমকে ঘেঁটে দিয়েছে, শিক্ষক-ছাত্ররা খুব জোর তিনমাস সময় পাচ্ছে একটা সেমিস্টারে পঠন-পাঠনের জন্য, সেখানে সরকারি সিদ্ধান্তের দীর্ঘসূত্রতায় এই বছরের প্রথম সেমিস্টারের ক্লাস শুরু আরও একমাস পিছিয়ে গেল।

নতুন সিস্টেমের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষামহলে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ছাত্রদের সুবিধার্থে প্রতি দুটি সেমিস্টার পরপর এক্সিট অপশন রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ ইচ্ছে করলে দুটো সেমিস্টার কমপ্লিট করে এক্সিট করতে পারে, সে তখন 'সার্টিফিকেট অফ ৪৫ ক্রেডিট' পাবে; দু বছর অর্থাৎ চারটে সেমিস্টার পাশের পর এক্সিট চাইলে সে 'ডিপ্লোমা অফ ৮৮ ক্রেডিট' পাবে; তিনবছর পর ছাড়তে চাইলে 'থ্রি ইয়ার্স সিঙ্গল মেজর ডিগ্রি অফ ১৩২ ক্রেডিট পাবে। তবে যেকোনও সময়ে এক্সিট করতে চাইলে তাকে একটা সামার ইন্টার্নশিপ করে শেষ করতে হবে। ইউজিসি-র নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রথম ছটি সেমিস্টারে কোনও ছাত্র বা ছাত্রীর গ্রেড পয়েন্ট ৭.৫ বা তার বেশি হলে সে ' ফোর ইয়ার্স সিঙ্গল মেজর ডিগ্রি উইথ রিসার্চ' কোর্স করতে পারবে, অন্যথায় শুধুমাত্র 'ফোর ইয়ার্স সিঙ্গল মেজর উইদাউট রিসার্চ' কোর্সে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। তদুপরি এখানে মাল্টিপল 'এক্সিট ও এন্ট্রির' অপশন আছে, এককথায় একজন শিক্ষার্থী বারংবার এই কোর্স ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে আবার নিজের সুবিধামতো পুনরায় ফিরে আসতে পারবে। এখানেই এই পদ্ধতির অসুবিধাটি লুকিয়ে আছে। সে অসুবিধাটি ভোগ করতে হবে মূলত শিক্ষকদের। পুরোনো পদ্ধতিতে শিক্ষকদের হাতে তিনবছর সময় থাকতো ছাত্রদের গড়েপিঠে নিতে, এখন শিক্ষকরা বুঝে উঠতেই পারবেন না কাকে কতদিন পাবেন! তাছাড়া একটি ছাত্রকে দিনের পর দিন দেখতে দেখতে তার মেধা, গ্রহণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, লেখার স্টাইল ইত্যাদি, সর্বোপরি তার সাথে একটা আত্মিক যোগাযোগ ঘটত যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক তাঁর কৌশল ঠিক করতে পারতেন। ইউজিসি-র নিয়ম

অনুযায়ী 'স্লো লার্নার', 'ফাস্ট লার্নার' নির্দিষ্ট করা যেত, পিয়ার টিউটরিং ক্লাস, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস এবং এক্সট্রা ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেত। এই বিষয়টি নতুন শিক্ষাক্রমে কতটা সফলভাবে করা সম্ভব হবে সে ব্যাপারে শিক্ষকেরা ধন্দে আছেন।

এরপর আছে পরিকাঠামোগত সমস্যা। অধিকাংশ কলেজকেই শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতার কারণে তিনটি সেমিস্টারের ক্লাসের বন্দোবস্ত করতে অসুবিধায় পড়তে হয়। সেখানে চারটে সেমিস্টারকে একসাথে চালাবার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কটি কলেজের আছে সেটি নিয়ে শিক্ষামহল বিশেষভাবে চিন্তিত। তার সাথে যুক্ত হবে পরীক্ষা, খাতা দেখা ও সময়মতো রেসাল্ট বের করা। এই সব ক্ষেত্রগুলিতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভীষণভাবে নড়বড়ে, তার উপর চার বছরের স্নাতক কোর্সের ধার ও ভার বিশ্ববিদ্যালয় কতটা সামলাতে পারবে সেটাও একটা লাখ টাকার প্রশ্ন।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিরোধীরা মুখ বুজে বসে থাকবে না বলাই বাহুল্য। বামপন্থী মহলের বিশ্বাস রাজ্য সরকার কেন্দ্রের দেখানো পথে ধীরে ধীরে শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নতুন সিলেবাসে এমন কিছু কোর্স ঢোকানো হয়েছে যেগুলো পড়ানোর মত পরিকাঠামো খুব কম কলেজেই আছে, স্বভাবতই সেই কোর্সগুলি আউটসোর্স করা হবে। তার মানে হল, কলেজের চেয়ে অনেক বেশি ফি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বাইরের কোনও প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পড়তে হবে। স্বভাবতই পড়াশোনার খরচ একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাবে। তাই রাজ্য সরকারের 'মানুষের কল্যাণে, মানুষের পাশে' স্লোগানটি শতভাগ মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আরেক দলের মতে, বর্তমানে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় স্থায়ী উপাচার্য নেই, নয়তো সবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সিবিসিএস সিস্টেমে পঠনপাঠন, পরীক্ষা, রেসাল্ট প্রভৃতির ব্যাপারেই প্রচুর সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেখানে চার বছরের পাঠক্রম সমস্যাগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। যদিও এই সিলেবাস আমেরিকা ও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত হওয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েদের আর বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে আর একবছরের 'ব্রিজ কোর্স' করতে হবে না, তারা সরাসরি স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হতে পারবে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রছাত্রীর ভালোর কথা ভেবে এক বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অমাবস্যার অন্ধকার দিশাহারা হয়ে না পড়ে সেটা দেখা আরও বেশি দরকার। এখন যেহেতু স্নাতক স্তরে চারবছর এবং স্নাতকোত্তর স্তরে একবছর পড়াশোনা করতে হবে তাই ধরে নেওয়া যায় স্নাতকোত্তর সিলেবাসের কিছুটা পড়াশোনা স্নাতক স্তরেই করে ফেলতে হবে। এরসাথে যোগ হবে রিসার্চ বা গবেষণা। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্নাতক স্তরের সিলেবাসের খোলনলচে বদলে যাবে এবং গবেষণাধর্মী বিষয় উৎকর্ষতার সাথে পড়ানোর জন্য বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। সেই সময়টা পাওয়া যাবে তো? তা নাহলে ফল ভোগ করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। কারণ একবছরের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বেশি কিছু জানা বা শেখার পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়া যাবে না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যারা 'অনার্স উইথ রিসার্চ' করবে তাদের গাইড হিসেবে সেইসব শিক্ষকরাই নির্বাচিত হবেন যাঁরা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলিতে এই ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকা যথেষ্ট সংখ্যক আছেন তো! তা না হলে শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড গাইডের অভাবে একটি ছাত্র বা ছাত্রী ভালো রেসাল্ট করেও 'অনার্স উইথ রিসার্চ' কোর্সে পড়াশোনা করতে পারবে না। তখন তার দায় কে নেবে? সরকার না বিশ্ববিদ্যালয়?

লেখক: দক্ষিণ কলকাতার একটি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টোল প্লাজায় 'দাবাং' সাংসদ সুনীল মণ্ডল! সিসিটিভির ফুটেজ প্রকাশ্যে, নিন্দার ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুনীল মণ্ডলের বিরুদ্ধে জাতীয় সড়কের পালশিট টোল প্লাজার এক কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল। আর সেই ঘটনার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। যদিও ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মঙ্গলকোটের একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সাংসদ সুনীল মণ্ডল। কলকাতা থেকে পালশিট টোল পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে আনুমানিক বেলা সোয়া একটা নাগাদ কর্তব্যরত টোল কর্মী উজ্জ্বল সিং সর্দার নিয়ম মেনেই গাড়ি আটকান টোল নেওয়ার জন্য। সেই সময়ের ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, গাড়ির সামনে একটি লাল ফাইবারের স্ট্যান্ড লাগিয়ে দেন উজ্জ্বল সিং নামে ওই কর্মী। চালক সেই প্লাস্টিকের স্ট্যান্ড ফেলে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, না পেরে গাড়ি পিছতে থাকেন। এরপরই গাড়ির পিছনে বাও দিকে বসে থাকা ব্যক্তি গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে যান উজ্জ্বল সিং সর্দার নামে ওই টোল কর্মীর দিকে। তাঁর গলা টিপে ধরে তাঁকে মারধর করেন তিনি। ওই ব্যক্তি সাংসদ সুনীল মণ্ডল বলে দাবি। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েন উজ্জ্বল। সাংসদের সঙ্গে থাকা সরকারি নিরাপত্তারক্ষী ও গাড়ির চালকও গাড়ি থেকে নেমে গলা উঁচিয়ে কথা বলতে থাকেন বলে শোনা গিয়েছে। পরে টোলের অন্যান্য লোকেরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

একজন সাংসদ এইভাবে গাড়ি থেকে নেমে মারধর করায় রীতিমতো আতঙ্কিত টোলের ওই কর্মী কোনও ভাবেই কোনও কথা বলতে রাজি হননি। বারবার প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'আমি শুধু আমার ডিউটি করেছি। এভাবে কেন উনি মারলেন।' গোটা ঘটনাটি পালশিট টোলে থাকা সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়ে। বিষয়টি জানাজানি হতেই সকলেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, পালশিট টোলের কর্মীদের অনেকেই শাসকদলের সক্রিয় কর্মী। ফলে দলেরই সাংসদের বিরুদ্ধে কেউ মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ না জানালেও, থানায় ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছেন তাঁরা। এক কর্মীর দাবি, 'উনি ভদ্রভাবে বলতে পারতেন। আমাদেরও তো নিয়ম মেনে কাজ করতে হয়। আমরা জেলা সভাপতি সহ থানায় বিষয়টি জানিয়েছি। এবার যা নির্দেশ আসবে সেই মতো কাজ করব।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সে যেই হোক, আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। যদি কারও দোষ থাকে, তাকে এভাবে মারধর করা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। প্রয়োজনে সাংসদ অভিযোগ জানাতে পারতেন। কিন্তু সেটা না করে এভাবে মারধর করা খুবই অন্যায় হয়েছে। আইনগতভাবে যা হওয়ার হবে।'

তবে সাংসদ সুনীল মণ্ডল অবশ্য প্রথমে বিষয়টি মানতেই চাননি। তিনি বলেন, 'আমি গাড়ি থেকে নামি ছেলেটিকে আদর করেছি। ওকে বলেছি, তোর এলাকার সাংসদকে তুই চিনিস না। ওকে মারধর করতে যাব।' পরে ভিডিওর কথা শুনে অবশ্য মেনে নেন তিনি মারধর করেছেন। বলেন, 'হ্যাঁ আমি ওকে মেরেছি। মঙ্গলকোটে একটা সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার বিষয় ছিল। আমার তাড়া ছিল, সিকিউরিটি বলার পরেও উনি গাড়ি ছাড়ছিলেন না, তাই মেরেছি।'

তাঁর দাবি, ওই টোল কর্মী অশিক্ষিত। লেখাপড়া জানেন না। এই ধরনের যুবকদের টোল প্লাজায় কাজে নেওয়াও ঠিক হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন। এই ঘটনার প্রসঙ্গে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'বামফ্রন্টের গর্ভে জন্ম সুনীল কুমার মণ্ডলের। তারপরে তৃণমূলে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এই ধরনের কাজ করে যাচ্ছেন উনি। একজনের কোনও দিন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তো উনি করতে পারেননি। তারপরেও উনি কী ভাবে একটা খেটে খাওয়া টোল কর্মীকে অশিক্ষিত বলেন। সে তো নিজের কাজ ভালো মতোই করেছে। টোল প্লাজার ইউনিয়নটাও তো তৃণমূলের। দল এখন বুঝুক এই বিষয়টা।'

নিকাশি খাল সংস্কার-না হওয়ায় কয়েকশো বিঘা ধানখেত নষ্ট গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সঠিক ভাবে নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির জল খাল উপচে মাঠে জমা হয়ে আছে। আর এর জেরেই কয়েকশো বিঘা জমির ধান গাছ পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল। রোপণ করা ধান গাছ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়ে চাষিদের। এই দৃশ্য দেখা গেছে হুগলি জেলার গোঘাটের নকুন্ডা এলাকায়। জানা গেছে, টানা দুই দিন বৃষ্টির ফলে গোঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। ভিন্ন জেলা থেকে বয়ে আসা বৃষ্টির জল খালে এসে জমা হয়। খাল সংস্কার না হওয়ায়, জমা জল উপচে মাঠে জমা হতে থাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোঘাটের এই খালটির নাম দামোদর খাল। চাষিদের সেচের কাজ করার জন্য এই খাল কাটা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর খাল সংস্কার না হওয়ায় খাল মজে যায়। জমা জল প্রবাহিত হতে পারে না। তাই একটু বেশি বৃষ্টি হলেই খালের জল মাঠে জমে জমির ফসল নষ্ট করে। আবার নতুন করে ধান রোপণ করার চিন্তায় অস্থির ওই এলাকার চাষিরা। নতুন করে ধান বীজ পাবে কোথায়। বীজ কিনতে অর্থও লাগবে। সবমিলিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নকুন্ডা এলাকার চাষিরা। এই বিষয়ে ওই এলাকার চাষি শিবু দাস ও অরূপ ঘোষেরা বলছেন, খাল সংস্কার না হওয়ায় জল নিচের দিকে প্রবাহিত হতে পারছে না। তাই মাঠে জল জমে ধানখেত নষ্ট করে দিয়েছে। অপরদিকে খাল সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। এলাকার বিজেপি ও তৃণমূল নেতৃত্ব একে অপরের বিরুদ্ধে দোষ চাপাচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, খাল সংস্কার করা হত ১০০ দিনের টাকায়। কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই খাল সংস্কার করা যাচ্ছে না।

অপরদিকে বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। খাল সংস্কার করে চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর সদইচ্ছা নেই। ১০০ দিনের কাজের কোনও হিসাব দেয় না। সব লুঠে খেয়েছে। সব গড়মিল করেছে একশো দিনের কাজে। তাই খাল সংস্কার হয়নি। সবমিলিয়ে খাল সংস্কার না হওয়ায় জল নিকাশিতে বাধা পড়ে এবং জমা জলে ফসল নষ্ট হওয়ায় আর্থিক সংকটে পড়ে ওই এলাকার চাষিরা।

খানাকুলে আগুনে ভস্মীভূত পাঁচটি বাড়ি, আগুনে ঝলসে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মর্মান্তিক ঘটনায় সাক্ষী থাকল হুগলির খানাকুলের রামচন্দ্রপুর এলাকার মানুষ। ঘুমের মধ্যেই আগুনে পুড়ে মারা গেলেন এক বৃদ্ধা। পাশাপাশি আগুনে ভস্মীভূত হল পাঁচটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে খানাকুল ২ ব্লকের রামচন্দ্রপুর এলাকার রাজবংশী পাড়ায়। মৃত বৃদ্ধার নাম কানন পাত্র। বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর। জানা গেছে, রাত ১২ টা নাগাদ পরিবারের সদস্যরা ঘুমাচ্ছিলেন। সেই সময় আগুন লেগে যায়। বাইরে থেকে এলাকাবাসী চিৎকারে বাড়ি থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। এই ঘটনায় ওই বৃদ্ধা ছাড়া আর কোনও হতাহতের খবর নেই। ঠিক কী কারণে রাতের অন্ধকারে ওই পাঁচটি বাড়িতে আগুন লেগেছে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। স্থানীয়দের দাবি, মৃত বৃদ্ধা ভিক্ষা করতেন। ওই বৃদ্ধা রাত্রে লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঘুমান। তাঁর বাড়ির মধ্যে জ্বালানি মজুত করে রাখা ছিল। সেখান থেকেই হয়তো আগুন লেগেছে বলে অনুমান স্থানীয়দের। এই ঘটনায় অসহায় পরিবারগুলির সদস্য তথা গৃহবধূ শিবানী বাগ বলেন, প্রথমে ওই বৃদ্ধার বাড়িতে আগুন লাগে। তারপর আমাদের বাড়িতে আগুন লাগে। রাত্রি বারোটা নাগাদ আগুন লাগতে পারে। সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। কিছু বুঝতে পারিনি। বাইরে হইচই হতে দেখি বাড়ির ভেতরে আগুন। কোনও রকমে ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ির বাইরে বের হই। বাড়ি থেকে কিছু বের করতে পারিনি। সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যান খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তিনি বলেন, এটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। আমি নিজে গিয়েছিলাম। পাঁচটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একজন আগুনে পুড়ে দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। তাঁর সৎকাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি স্কুল ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাবার দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণ যাতে পায় সেই চেষ্টা করা হবে। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে।

শ্রীলঙ্কার মাটিতে সোনা জিতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করল রায়গঞ্জের সোনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: দেশের হয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সোনা জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করল রায়গঞ্জের মেয়ে সোনিয়া বৈশ্য। শ্রীলঙ্কা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এ অংশগ্রহণ করে ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সোনিয়া। গত ২৮ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। সেখানে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভারত ছাড়াও বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের নেতাজী পল্লি এলাকার বাসিন্দা সোনিয়া বৈশ্য। তার বাবা বরেন বৈশ্য একজন ব্যবসায়ী। ছোটবেলা থেকেই সোনিয়ার স্বপ্ন ছিল যে বড় হয়ে একজন অ্যাথলেটিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার এই স্বপ্নপূরণে সম্পূর্ণরূপে তার পাশে দাঁড়ায় তার বাবা বরেন বাবু। রায়গঞ্জে খেলা শুরু করে বর্তমানে বিদেশের মাটিতে নিজের প্রতিভাকে প্রতিস্থাপন

করে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে রায়গঞ্জের সোনার মেয়ে সোনিয়া। এর আগেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে সোনিয়া। তার সামনের লক্ষ্য এশিয়ান গেমস ২০২৩, যা অনুষ্ঠিত হবে চিনের বেইজিংয়ে। সেখানে অংশগ্রহণ করে দেশের হয়ে সোনা আনতে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছে সে। বর্তমানে সোনিয়া পুণেতে ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স ক্যাম্পে রয়েছে। উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এই খেলায় তার ইভেন্ট ছিল ৪০০ মিটার দৌড়। তার ইভেন্টে প্রথম হয়েছে সোনিয়া। দ্বিতীয় হয়েছে ভারতেরই দিসনা ম্যাথিউ এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কার একজন প্রতিযোগী। তাদের এই সাফল্যকে কুর্নিশ জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও।

সোনিয়ার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া তার পরিবারেও। তার বাবা বরেন বৈশ্য বলেন, মেয়ে শ্রীলঙ্কায় দেশের হয়ে ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সোনা জিতেছে। আমাদের খুশির বহিঃপ্রকাশ তো সেভাবে করতে পারব না তবে ভালো লাগছে। অনেকদিন ধরে ও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাচ্ছিল না, এবার পেল। আশা করি সামনে এশিয়ান গেমসে ও দেশের হয়ে খেলে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে এটাই প্রার্থনা করি। তবে সোনিয়ার এই সাফল্যে গর্বিত রায়গঞ্জ তথা জেলাবাসী। ভবিষ্যতে দেশের হয়ে এশিয়ান গেমসেও অংশগ্রহণ করে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে বলে আশাবাদী তার পরিবার। জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা জানিয়েছেন, সোনিয়ার এই সাফল্যে আমরা গর্বিত। আগামী এশিয়ান গেমসের জন্য প্রশাসন ও জেলাবাসীর পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানাই।

কোন্নগরে কিশোর কুমারের ৯৪তম জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: শুক্রবার ছিল সুরসম্রাট কিশোর কুমারের ৯৪তম জন্মদিন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি কোন্নগরের ডি রতনের। ডি রতন ওরফে রতন দাস প্রতি বছরই কিশোর কুমারের জন্মদিনে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। সকাল থেকেই গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো অর্থাৎ কিশোরের গানেই কিশোর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে যে কোনও দোকান বাজারে কিশোর গানের ডালি নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। নিজের সুরেলা কণ্ঠের সহযোগিতায় সেই অনন্য সৃষ্টি তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

এখানেই শেষ নয়, সান্ধ্যকালীন কিশোর স্মরণে জলসারও আয়োজন

করেছেন তিনি প্রতিবারের মতোই। করোনাকালে একবার মাত্র সেই অনুষ্ঠানে ছেদ পড়লেও, ২০২২ সাল থেকে আবারও রীতি মেনে এই দিনটি পালিত হয় মহাসমারোহে। শুক্রবার আগামী দিনে কোন্নগরের বুকে কিশোর কুমারের আবক্ষ মূর্তি তৈরিরও ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন রতনবাবু।

সাপের আতঙ্কে পরীক্ষা বন্ধ করে স্কুল ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সাপের আতঙ্কে পরীক্ষা বন্ধ করে স্কুল ছুটি দিয়ে দিল কালনার মহিষমর্দিনী গার্লস ইনস্টিটিউশন স্কুল। সাপের দেখা না মেলায় আতঙ্ক গ্রাস করেছে স্কুলের ছাত্রী থেকে শিক্ষিকাদের। পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহরের বহু পুরনো এবং নামকরা স্কুল মহিষমর্দিনী গার্লস ইনস্টিটিউশন। মহিলাদের এই স্কুলে প্রায় ৮০০ ছাত্রী পড়াশোনা করে ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত। পঠনপাঠনে এই স্কুলের নাম যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়। গতকাল থেকে শুরু হয়েছিল অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা ক্লাস ফাইভ থেকে নাইন পর্যন্ত। হঠাৎ সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শিক্ষিকারাও। খবর দেওয়া হয় স্বর্প বিশারদকে। এরপর সেই সর্প বিশারদের দল স্কুলের কোণায় কোণায় খুঁজেও সাপের দেখা পায়নি। যদিও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে স্বর্প বিশারদরা জানান সাপটি বিষধর নয়। সাপের দেখা না মেলায় আতঙ্ক আরও গ্রাস করেছে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের। শুক্রবারের মতো পরীক্ষা বন্ধ করে দিলেও, শনিবার পরীক্ষা হবে জানায় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত সমুদ্রগড় আদর্শপল্লি এলাকায় ফুলশয্যার পরের দিন সকালেই গৃহবধূর শ্বশুর বাড়িতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এই ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ শ্বশুর বাড়িতেই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় নববধূর। মৃত ওই গৃহবধূর নাম চন্দ্রা হালদার। তাঁর বাপের বাড়ি বহরমপুরের সাহেব বাগান এলাকায়। গত মঙ্গলবার সমুদ্রগড়ের আদর্শ পল্লির বাসিন্দা রাজু বসাকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় বহরমপুর এলাকার স্থানীয় একটি মন্দিরে। বৃহস্পতিবার রাতে ছিল তাঁদের ফুলশয্যা। এরপরে এদিন ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় শ্বশুর বাড়িতে। মৃতার স্বামীকে আটক করেছে নাদনঘাট থানার পুলিশ।

নদীর ওপর দিয়ে এক বুক জলের মধ্যে ঝুঁকির পারাপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বড়চাতরা গ্রামে শালী নদীর ওপর দিয়ে এক বুক জলের মধ্য দিয়ে পারাপার করছেন মানুষজন।

সোনামুখী ব্লকের পিয়ারবেড়া পঞ্চায়েতের বড়চাতরা গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে শালী নদী। এই শালী নদীর এক প্রান্তে বড়চাতরা গ্রাম অপর প্রান্তে নিমতলা, প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ এই নদী পারাপার করেন। কিন্তু এই মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করতে হচ্ছে তাঁদের। নদীর মাঝ বরাবর পারাপারের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে একটি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে শালী নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অস্থায়ী রাস্তাও ভেঙে গিয়েছে। তাই এই মুহূর্তে এক বুক জল পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করছেন গ্রামবাসী। যে ভাবে তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করছেন, তাতে যে কোন মুহূর্তে প্রাণহানিও ঘটতে পারে বলে দাবি।

সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের। তাদের স্কুল, প্রাইভেট টিউশন বন্ধ হয়ে পড়ছে, ফলে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। তাঁদের দাবি, এই সমস্যা আজকের নয় দীর্ঘদিনের। বাবা দাদুদের আমলের এই সমস্যা বার বার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সমস্যা সমাধান হল না। প্রতিবছর বর্ষাকাল এলে তাঁদেরকে এই সমস্যায় পড়তে হয়। প্রসূতি বা অন্যান্য অসুস্থ মানুষদের সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতাল অথবা বাঁকুড়া সদরে নিয়ে যেতে গেলে ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার ঘুরপথে যেতে হয়, সে সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে।

তাই সাধারণ মানুষদের এই মুহূর্তে একটাই দাবি, দ্রুত প্রশাসনের তরফে শালী নদীর ওপর একটি কংক্রিটের সেতু তৈরি করা হোক, যাতে আগামী দিনে তাঁদের এই ধরনের কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয়,

আমার মক্কেল প্রীতম চ্যাটার্জী, পিতা - স্বর্গীয় সুনীল চ্যাটার্জী, ঠিকানা -প্রভা এ্যাপার্টমেন্ট সেকেন্ড ফ্লোর, ৭/১, চৌধুরীপাড়া লেন, পোষ্ট অফিস - সাঁতরাগাছি, থানা - চ্যাটার্জীহাট, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪। মহাশয় আমার অরিজিন্যাল ডিডটি খোয়া গেছে যাহার নং ০৫০২০৫৯৮৫/২০২১, উক্ত ডিডটি হাওড়া এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজীষ্ট্রী অফিসে রেজীষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল।

আমি উক্ত খোয়া যাওয়া ডিডটি ফেরত পাইবার জন্য চ্যাটার্জীহাট থানায় একটি জি.ডি. করি, যাহার নং ৯৮৭/২৩, তারিখ ঃ ১৮/০৬/২৩ যদি কোন মহানুভব ব্যক্তি পাইয়া থাকেন তাহলে আমার এই ৬২৯১৩৫১০০৫ মোবাইলে বা নিম্নলিখিত নাম্বারের সাথে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিলে বাধিত হইব।

ইতি - বিনীত -
কালীপদ ঢালী
এ্যাডভোকেট
হাওড়া জাজেস কোর্ট
হাওড়া (আটচালা)
মোবাইল ঃ ৯৪৩২১০৬২০৮

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস: "বৈভব", ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪
ফ্যাক্স নং. ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২/২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা শনিবার, ১২ অগস্ট, ২০২৩ বেলা ১১:০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করা হবে।
আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com যথায় কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত, তথায় পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(অয়ন্তি সেন)
কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৮.২০২৩

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮২/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭(১)(এ) -এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা বৃহস্পতিবার, ১০ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিভুক্ত করা হবে, বিষয়টি বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে।
উক্ত নোটিস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.wpil.co.in/investorservices.php -তেও পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
৪ অগস্ট, ২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

বীরনগর পৌরসভা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত মডেল "বাই ল" (Bye law) সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস-২০১৬ অনুযায়ী এবং মহামান্য গ্রীন ট্রাইবুনালের নির্দেশ অনুযায়ী, পৃথক করা জঞ্জাল প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ী এবং প্রতিটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে জৈব এবং অজৈব জঞ্জাল নিয়ম মেনে প্রত্যেককে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সময়ের মধ্যে "নির্মল সাথী" দের হাতে প্রদান করতে হবে। মডেল "বাই ল" এবং গৃহস্থ বাড়ী, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ সম্বন্ধে জানতে মিউনিসিপ্যাল Website: www.birnagarmunicipality.org দেখুন অথবা পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে লক্ষ্য রাখুন। পৌরসভার TAX দপ্তরে রাখা রেজিষ্টারে আপনার মতামত জানাতে পারেন ইং ২৫/০৮/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
কলকাতা সাউথ জোনাল অফিস/বিদ্যানগর ব্রাঞ্চ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৭.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি অনিমা মাইতি (ঋণগ্রহীতা) স্বামী শ্রী চন্দন মাইতি, ঠিকানা - গ্রাম - পূর্ব আমতলা নতুন পল্লী, পো. কন্যানগর, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৯৮, শ্রী চন্দন মাইতি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা তুষার কান্তি মাইতি, গ্রাম - পূর্ব আমতলা নতুন পল্লী, পো. কন্যানগর, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৯৮ এবং শ্রী প্রবীর পরিয়া (জামিনদাতা) পিতা বিশ্বনাথ পরিয়া, দক্ষিণ পাড়া, হাসিমনগর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৫১৩ আমাদের বিদ্যানগর ব্রাঞ্চ,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯৪১২৮৯.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার দুশো উননব্বই টাকা) টাকা ১৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী এবং **১৭.০৫.২০২৩** থেকে আদায় না পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী চার্জ এবং ব্যয় নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-নিকট বকেয়া **২৯৪১২৮৯.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ একচল্লিশ হাজার দুশো উননব্বই টাকা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত জমির পরিমাণ ৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত পরগনা - আজিমাবাদ, মৌজা-রামকৃষ্ণপুর, জেএল নং ৭০, আরএস নং ৭৬, তৌজি নং ৪০১, আরসে খতিয়ান নং ১২৭৫, ১৫০, ১২৭৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৬৩৫, ১১৭৬, হাল এলআর খতিয়ান নং ৩৬৩৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৮৫, বোরহান গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- বিষ্ণুপুর ,জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বাংলা কবলা দলিল বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ১৪৪৭ থেকে ১৪৫৭, দলিল নং ১৯০৬ -২০১৩ সালের এবং বাংলা কবলা দলিল , বুক নং ১, ভল্যুম ১৬১৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ৬০৪৩৩ থেকে ৬০৪৫৯, দলিল নং ০৩১৩১ - ২০১৭ সালের, সম্পত্তি শ্রী চন্দন মাইতির নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৮৫৯ এবং ৮৬৬, দক্ষিণে : দাগ নং ৮৮৭ এবং ৮৮৬, পূর্বে : দাগ নং ৮৫৭, পশ্চিমে : দাগ নং ৮৮০ এবং ৮৮১ সমন্বিত।

তারিখ : ০৫.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
১ম তল, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৪

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৫.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী রূপম পাল**, পিতা শ্রী বিন্দেশ্বরি পাল-কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৪,৪৪,১৭০.০০ টাকা** (চব্বিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার একশ সত্তর টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ-নিকট বকেয়া **২৪,৮৪,৭৯৮.০০ টাকা ০১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবস সম্পত্তির বিস্তারিত - পশ্চিম বর্ধমান জেলায়, থানা-বারাবনি, চৌকি এবং অ্যাডি. ডিস্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস - আসানসোল, মৌজা- মাজিয়ারা, জেএল নং ৪৩, বরাবনি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,রায়তি জমি এলআর খতিয়ান নং ১০০২, ২৬৫২, ৭১৪ এবং ১৯৩৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫৯৭/৩৫১৩, প্লট এরিয়া ৩ কাঠা ৯ ছটাক, বিক্রয় দলিল নং আই-১০২৯ তাং ১৬.০২.২০১৫ সালের অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি** : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : খালি জমি সমন্বিত।

তারিখ : ০২.০৮.২০২৩
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV[রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২এর আইন ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৮.০৫.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **মেসার্স এনসিবিএ এক্সপোর্টস প্রা. লি.** এবং এর জামিনদাতাগণ **(১) শ্রী অমিতাভ সেন (২) শ্রীমতি মীতা সেন**, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৮৪,৪৩,০৯০.০০ টাকা (এক কোটি চুরাশি লাখ তেতাল্লিশ হাজার নব্বই টাকা) টাকা ০৬.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ **১,৮৪,৪৩,০৯০.০০ টাকা (এক কোটি চুরাশি লাখ তেতাল্লিশ হাজার নব্বই টাকা) টাকা ০৬.০৫.২০২৩** অনুযায়ী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৭০ বর্গফুট ৪ (চার) বেড রুম, ২ (দুই) টয়লেট এবং ২ (দুই) কিচেন, ব্যালকনি, ১ (এক) স্টোর রুম ইত্যাদি সমন্বিত অবস্থিত ২য় তলে চারতলা ভবনের অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৯/১৮/১,আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, (সাবেক নং ৭৯/১৮। লোয়ার সার্কুলার রোড), পো এবং থানা- তালতলা, ওয়ার্ড নং ৫৩,কলকাতা-৭০০০১৪ সাধারণত কোনও দখলদারি নেই **উল্লেখ্য দান দলিল নং :- ১৪৫৯৮/২০১০, দলিল শ্রী অমিতাভ সেনের নামে।**

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৩.০৮.২০২৩
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি
প্রশস্থ, মোহিয়ারি, ডোমজুড়, এনএইচ-৬, হাওড়া - ৭১১৩০২ ঠিকানায় বয়লার রক্ষণাবেক্ষণ (ইপিসি) কার্যরত পাওয়ার ম্যাক্স (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	পাওয়ার ম্যাক্স (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. U31403WB1984PTC037436
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	স্টিফেন কোর্ট, ১৮এ, পার্ক স্ট্রিট, ফ্ল্যাট ৫জে, ৬ষ্ঠ তল লিফট-৩, কলকাতা - ৭০০০৭১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	**সাইট ঠিকানা** - প্রশস্থ, মোহিয়ারি, ডোমজুড়, এনএইচ-৬, হাওড়া - ৭১১৩০২ **অফিস ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৫জে, ৬ষ্ঠ তল এবং ফ্ল্যাট ২৪এ, ৫ম তল, স্টিফেন কোর্ট, ১৮এ, পার্ক স্ট্রিট, লিফট-৩, কলকাতা - ৭০০০৭১
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার উৎপাদন ক্ষমতা	সার্ভিস - বয়লার ইরেকশন, সংস্কার সাধন এবং সম্পর্কিত কাজ
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে বিক্রয়কৃত প্রধান পণ্য/ পরিষেবার পরিমাণ ও মূল্য	চালু নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	শেষ দুই বছরের প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন (শিডিউল সহ), বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার ঘটনার তারিখ পাওয়া যাবে-	**cirp.powermax@gmail.com** ইমেল মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
৯.	সংশ্লিষ্ট কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে প্রস্তাবক আবেদনকারীর উপযুক্ততা	**cirp.powermax@gmail.com** ইমেল মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২১.০৮.২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীর সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	৩১.০৮.২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৫.০৯.২০২৩
১৩.	ইওআই দাখিলের ইমেল আইডি প্রক্রিয়া	**cirp.powermax@gmail.com**

স্বা/-
রচনা ঝুনঝুনওয়ালা
প্রস্তাব পেশাদার
পাওয়ার ম্যাক্স (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর পক্ষে
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/P00389/2017-18/10707
এএফএ বৈধ ০৪.১২.২০২৩ পর্যন্ত যোগাযোগের ঠিকানা - সিদ্ধা ওয়েস্টন
৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৩
ইমেল : egress.rac@gmail.com
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৮.২০২৩

মেগা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড
CIN : L25209WB2003PLC097273
রেজি. অফিস : ৪, হো চি মিন সরণি, স্যুট -২এ, ৩য় তল, কলকাতা -৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ
ওয়েবসাইট : www.megaflex.co.in **ইমেল আইডি :** info@megaflex.in
ফোন নং : +৯১ ৩৩ ৪০২৯ ৩৪৯৪

১৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যাদির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, যে কোম্পানির সদস্যগণের ১৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") **মঙ্গলবার, ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বেলা ১১.৩০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") /অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম") এবং সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ স্থানে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রয়োজ্য সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট রুল ("আইন") অধীনে, ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ("লিস্টিং রেগুলেশনস") তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত (যৌথভাবে উল্লেখ্য 'এমসিএ সার্কুলারস') এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩, অনুযায়ী কোম্পানির ১৯তম এজিএম সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য। সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট এজিএম অংশগ্রহন বা যোগদান করতে পারবেন ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এনএসডিএল কর্তৃক সুবিধাদি মারফত তাদের রিমোট ই-ভোটিং লগইন জীবনপঞ্জি এবং নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলি অনুযায়ী। সদস্যগণ এজিএম যোগ দিতে পারবেন ভিসি/ওভিএম মাধ্যমে এবং তাদের কোরামের জন্য গণনা করা হবে সংশ্লিষ্ট আইনের ১০৩ ধারা অধীনে।
এমসিএ সার্কুলারস এবং সেবি সার্কুলারস অনুযায়ী কোম্পানি ১৯তম এজিএম নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর নিকট নথিভুক্ত রয়েছে শুক্রবার ২৮ জুলাই ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত। ১৯তম এজিএম নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://megaflex.co.in/general-meeting** থেকে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলি যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** থেকেও পাওয়া যাবে।
এজিএমতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং
সংশ্লিষ্ট আইনের ১০৮ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলসের রুল ২০ সংস্থান অধীনে এবং লিস্টিং রেগুলেশনস অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস অধীনে কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড (এনএসডিএল) এর পরিষেবা প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রাক এজিএম ("রিমোট ই-ভোটিং") এবং ই-ভোটিং এজিএম-এ সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের জন্য ১৯তম এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাব সমূহ সম্পাদনের জন্য।

এজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিং অধিকার উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য এব কাট অফ ডেট ই-ভোটিংয়ের জন্য	:	মঙ্গলবার ২২ আগস্ট ২০২৩
রিমোট ই-ভোটিং শুরু	:	সকাল ১০টায় (আইএসটি) শনিবার, ২৬ আগস্ট ২০২৩
রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত	:	বিকেল ৫টায় (আইএসটি) সোমবার ২৮ আগস্ট ২০২৩

যেসকল সদস্য এজিএম চলাকালীন বা তার পূর্বে সহায়তা পেতে চান তারা কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিকের সঙ্গে **info@megaflex.in** মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। সদস্যগণকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়গুলি সতর্কতার সঙ্গে পড়তে এবং বিশেষত এজিএমতে যোগদানের জন্য নির্দেশাবলিগুলি বিশেষভাবে পড়তে এবং এজিএম তে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের নিয়মকানুন পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেদা ফ্লেক্স প্লাস্টিকস লিমিটেড
স্বা/-
পারুল মন্ত্রী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৮.২০২৩

রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ১৬ বেডের পৃথক ডেঙ্গি ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানাঘাট: জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি মিলতেই ১৬ বেডের পৃথক ডেঙ্গি ওয়ার্ড চালু করা হল রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে। রানাঘাট মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার মধ্যে রানাঘাট মহকুমায় ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা। প্রতিদিনই বহু রোগী জ্বর ও ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালে মেঝেতে রেখে রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছিল। বুধবার সকাল থেকে পুরোদমে চালু হয়েছে এই ওয়ার্ড। পাশাপাশি কর্মী সংকটের কারণে আপাতত চাকদা ও শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ছাড়াও তেহট্ট মহকুমা হাসপাতাল থেকে একজন করে মোট তিনজন নার্সিং স্টাফ ও রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে তিনজন নার্সিং স্টাফ মিলিয়ে মোট ৬ জন নার্সিং স্টাফ দিয়ে এই ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। নতুন ওই ওয়ার্ডে বুধবার সকাল পর্যন্ত ২২ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে**", আগামী **২৩.০৮.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) জামিনদার(গণ)/ডিরেক্টর(গণ) খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা- মেসার্স অনন্যা** **স্বত্বাধিকারী- শ্রী পলাশ খান** **জামিনদার ও বন্ধকদাতা-** **শ্রীমতী খুকু রানী খান** **সবার ঠিকানা-** রাজবাগান, ওয়ার্ড নং ২, পোস্ট ও থানা - চাকদহ জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪১২২২ **খ) সিমুরালি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা-যশহরা, জেএল নং ২৪, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮, ১৩০১/১, ১৬৪/১, ১৩৩১, আরএস দাগ নং ১২৭৫, এলআর দাগ নং ৬৬৯/১৭৬৮, জমির পরিমাণ ৯.০০ডেসিমেল, হাল তৌজি নং ১২, পরগনা- আলমপুর, হোল্ডিং নং ১০৮৩, ওয়ার্ড নং ২, চাকদহ পুরসভা অধীন, পো এবং থানা- চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২২২, দলিল নং ১৭৩৩-২০০২ সালের বুক নং ১, ভল্যুম নং ২১, পৃষ্ঠা ১৯৫ থেকে ২০০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চাকদহ, নদিয়া। **সম্পত্তি শ্রীমতি খুকু রানি খান -এর নামে,** স্বামী অমল খান, **চৌহদ্দি :** পূর্বে : অনন্ত ঠাকুরের ভবন, পশ্চিমে: ক্লাব এবং পুল সড়ক, উত্তরে : প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণে : সবুজ দেবের ভবন সমন্বিত।	**২৬,৭৬,৭৮০.৯৯ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশো আশি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র) (**০৩.০৮.২০২৩ অনুযায়ী**) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ২৩,০৮,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৩১,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30221610955** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা-** **মেসার্স ক্রিয়েশন** **স্বত্বাধিকারী - শ্রী জয় বিশ্বাস** ৭১/০৪, এন.এস. রোড, শান্তিপুর, ওয়ার্ড নং ১১, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪১৪০৪, **বন্ধকদাতা-** **শ্রী জয় বিশ্বাস** পিতা- শ্রী গোরাচাঁদ বিশ্বাস এবং **শ্রী গোরাচাঁদ বিশ্বাস** **পিতা- প্রয়াত গোপিরঞ্জন বিশ্বাস** **জামিনদারগণ-** **শ্রী গোরাচাঁদ বিশ্বাস এবং** **শ্রীমতী অয়ন্তিকা গোস্বামী** পিতা- আলোকলাল গোস্বামী, **সকলের ঠিকানা**- ৪০, বেজপাড়া লেন, পোস্ট ও থানা , শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪১৪০৪। **খ) শান্তিপুর শাখা**	**সম্পত্তি - ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি মৌজা- শান্তিপুর, জেএল নং ২২, খতিয়ান নং আরএস ১১৮, এলআর ৭০৩৬, ৭০৩৪, ৭০৩৫, ৭০৩৭ বর্তমান এলআর ২৩৮৬, প্লট নং ২১৮৪, এলআর ২০৮৩, জমির পরিমাণ ৪ ডেসিমেল, প্রকৃতি -ভিটা, ওয়ার্ড নং ১৭, হোল্ডিং নং ৪০ বেজপাড়া লেন, শান্তিপুর পুরসভা অধীন, জেলা-নদিয়া পিন ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং আই-১৮৯৩/১৯৮১ তারিখ ০৯.০৬.১৯৮১ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শান্তিপুর, নদিয়া, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩৩, পৃষ্ঠা ২২৭ থেকে ২৩২। **সম্পত্তি শ্রী গোরা চাঁদ বিশ্বাস -এর নামে,** পিতা শ্রী গোপীরঞ্জন বিশ্বাস। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : তপন বিশ্বাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যের সম্পত্তি, পূর্বে : সাধারণের চলার পথ এবং অন্যান্যের সম্পত্তি, পশ্চিমে : মালিকের সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তি - ২:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি মৌজা- শান্তিপুর, জেএল নং ২২, খতিয়ান নং ৫৪০৬, ৭৩৪২, এলআর ৮৪০৮, বর্তমান এলআর ১৩২০৩, প্লট নং আরএস ২১৮৬, এলআর ২০৮৬, জমির পরিমাণ ২.৫০ ডেসিমেল, শ্রেণি - বাড়ি, ওয়ার্ড নং এস-১৭, এইচ-১৩, বেজপাড়া লেন, শান্তিপুর পুরসভা অধীন, জেলা-নদিয়া, পিন ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখ্য দলিল নং আই- ১৩৭৭/২০০১ তারিখ ২৭.০৬.২০০১ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শান্তিপুর, নদিয়া, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ৯৫ থেকে ১০০। **সম্পত্তি শ্রী জয় বিশ্বাস -এর নামে,** পিতা শ্রী গোরা চাঁদ বিশ্বাসর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : সম্পূর্ণা ব্যানার্জির সম্পত্তি, পূর্বে : কার্তিক চন্দ্র নাহার সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রয়াত প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্যের সম্পত্তি সমন্বিত।	**৭০,৪৪,৮৯৮.০০ টাকা** (সত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো আটানব্বই টাকা মাত্র) (**০২/০৮/২০২৩ অনুযায়ী**) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) সম্পত্তি-১ এর জন্য :** **৩৮,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (আটত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **সম্পত্তি-২ এর জন্য :** **১২,০০,০০০.০০ (*)** (বারো লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি-১ এর জন্য :** **৩,৮০,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি-২ এর জন্য :** **১,২০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি-১ এর জন্য :** **IDIB301638715821** **সম্পত্তি-২ এর জন্য :** **IDIB301638715822** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৩.	**ক) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা -** **শ্রী দীনেশ দেবনাথ** পিতা- প্রয়াত গোপাল দেবনাথ গ্রাম- বিপ্রনগর, পোস্ট - মহেশগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পঃবঃ, পিন - ৭৪১৩১৫ **জামিনদার-** **শ্রীমতী অঞ্জনা দেবনাথ** স্বামী- দীনেশ দেবনাথ গ্রাম- বিপ্রনগর, পোস্ট - মহেশগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পঃবঃ, পিন - ৭৪১৩১৫ **খ) তেওরখালী শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : মহেশগঞ্জ,জেএল নং ১৬, হোল্ডিং নং ১৪৮, খতিয়ান নং এলআর ৪৫৪-৪৫৬, জমির পরিমাণ ০.০৬ একর, গ্রাম এবং পোঃ- স্বরূপগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও - নবদ্বীপ, স্বত্ব/দান দলিল নং আই/৫৮৫০-২০০৮ সালের, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : ইন্দুবালা দাসীর সম্পত্তি, পূর্বে: পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে : তপন দেবনাথের সম্পত্তি সমন্বিত।	**২৩,৩৭,৪৮৮.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চারশো অষ্টআশি টাকা মাত্র) (**০৩.০৮.২০২৩ অনুযায়ী**) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ২১,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (একুশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,১০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB12309214926A** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৪.	**ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা-** **শ্রী দুর্যধন ঘোষ** পিতা- নিরঞ্জন ঘোষ গ্রাম - হাসপাতালপাড়া, পোস্ট ও থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন - ৭৪২১৮৪ **জামিনদার- মিহির কুমার দাস** পিতা- কুমারীশ দাস **শ্রীমতী শিবানী দাস** স্বামী- মিহির কুমার দাস গ্রাম - হাসপাতালপাড়া, পোস্ট ও থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন - ৭৪২১৮৪ **খ) পঞ্চগ্রাম শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা - নবগ্রাম, জেএল নং ০৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৮০৪, এলআর প্লট নং ৬০৫০, জমির পরিমাণ ৯ ডেসিমেল, হসপিটালপাড়া, পো এবং থানা - নবগ্রাম , নবগ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি-ভিটা, উল্লেখ্য দলিল আই-১৩৭৬ তারিখ ১২.০৩.২০১৩ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নবগ্রাম, **সম্পত্তি শ্রী দুর্যধন ঘোষ -এর নামে,** পিতা নিরঞ্জন ঘোষ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : গৌতম ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : জীতেন্দ্রনাথ দত্তর সম্পত্তি, পূর্বে : হসপিটাল রোড, পশ্চিমে : মালিকের অন্যান্য জমি সমন্বিত।	**৪৬,০৮,৬০৯.০০ টাকা** (চল্লিশ লক্ষ আট হাজার ছয়শো নয় টাকা মাত্র) (**০৩.০৮.২০২৩ অনুযায়ী**) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ২২,৯৬,৮০০.০০ টাকা (*)** (বাইশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো টাকা মাত্র) **খ) ২,২৯,৬৮০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছয়শো আশি টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30158359308** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৫.	**ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা-** **শ্রী রবীন্দ্র নাথ রায়** পিতা- শ্রী গণেশ চন্দ্র রায়, গ্রাম -সত্য নগর, পোস্ট- কৃষ্ণগঞ্জ, থানা- কৃষ্ণনগর জেলা - নদীয়া, পঃবঃ, পিন - ৭৪১৫০৬ **জামিনদার- শ্রীমতী অর্চনা রায়** স্বামী- শ্রী রবীন্দ্র নাথ রায় গ্রাম-সত্য নগর, পোস্ট- কৃষ্ণগঞ্জ, থানা-কৃষ্ণনগর জেলা - নদীয়া, পঃবঃ, পিন - ৭৪১৫০৬ **খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮.০০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত গ্রাম এবং পোঃ - সংঘাটা, থানা- কৃষ্ণনগর, নদিয়া, উল্লেখ্য খতিয়ান নং আরএস ৫১৯, এলআর ৮৬৯, ৯০১, ৭২১/১, ১১/২, প্লট নং আরএস এবং এলআর ১০৮২, মৌজা সংঘাটা, জেএল নং ৩৮, জমির শ্রেণি - ভিটা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দান দলিল নং ৮৫৪৩ তারিখ ০৬.০৪.১৯৮৩ **রবীন্দ্র নাথ রায়ের নামে সমুদয় সম্পত্তি।** **চৌহদ্দি:** উত্তরে : সুশীল কুমার দাসের ভবন, দক্ষিণে : খগেশ চন্দ্র দাসের ভবন, পূর্বে : পিডব্লুডি রোড, পশ্চিমে : সুষমা রানি দত্তর জমি সমন্বিত।	**৭৫,৯০,৮৬৪.২০ টাকা** (পঁচাত্তর লক্ষ নব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) (**০৩-০৮-২০২৩ অনুযায়ী**) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ১১,৪১,০০০.০০ টাকা (*)** (এগারো লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,১৪,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30431470508** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৬.	**ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা-** **১. শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ** **২. শ্রীমতী রেখা দেবনাথ** **৩. শ্রী মহিম চন্দ্র দেবনাথ,** **জামিনদার(গণ)-** **১. শ্রীমতী রাখী দেবনাথ** **২. শ্রী সত্যনারায়ণ দেবনাথ** **সকলেরই ঠিকানা**- পোড়ামাতলা রোড, ওয়ার্ড নং ৭, পোস্ট ও থানা - নবদ্বীপ জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০২ **খ) প্রচীন মায়াপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা - নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, খতিয়ান নং আরএস ৮৯৯৪, এলআর ২৪৪৮১, প্লট নং আরএস ১৩২/৮০৬৫, এলআর ৭১৫, হাল নং ৩৯৯, তৌজি নং ৮, পরগনা - উখড়া, হোল্ডিং নং ১৩০/৩ রানিরচড়া রোড চাকিপাড়া (জমির পরিমাণ -৫.৭৫ ডেসি.) নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৭, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া , পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২ বিক্রয় দলিল নং আই-২৭৬৪ — ২০১২ সালের, তারিখ ২৭.১১.২০১২ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও নবদ্বীপ, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণে : প্রদীপ চন্দ্রর সম্পত্তি, পূর্বে : গুরুপদ ঘোষ এবং অন্যান্যের সম্পত্তি,পশ্চিমে : রানিরচরার রোড সমন্বিত।	**২২,৬৩,৩৭৭.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ তেষট্টি হাজার তিনশো সাতাত্তর টাকা মাত্র) (**০৩/০৮/২০২৩ অনুযায়ী**) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ৫৮,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (আটান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৫,৮০,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30027354865** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৭.	**ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা-** **শ্রী শ্রীধর মন্ডল** পিতা- প্রয়াত মহাদেব মন্ডল গ্রাম - সুকুরিয়া, পোস্ট - সাহোরা থানা - বড়ঞা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদার- শ্রী উদয় মন্ডল** পিতা- শ্রীধর মন্ডল গ্রাম - সুকুরিয়া, পোস্ট- সাহোরা থানা - বড়ঞা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ **খ) শিউলি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজা- সুকুরিয়া, জেএল নং ৯২, খতিয়ান নং ২৪০ প্লট নং ৭৯০ (পুরানো), হাল ৭৯৮, প্লট নং ১৪৩৩ (পুরানো), হাল ৯৫৭ , শ্রেণি -বাড়ি, এরিয়া ৩.৫ ডেসিমেল , পোঃ- শাহরা, থানা- বারওয়ান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রীধর মন্ডলের নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুকুর, দক্ষিণে : রাস্তা, পূর্বে : শ্রী ভুবনের ভবন, পশ্চিমে : সত্যনারায়ণ চক্রবর্তীর ভবন সমন্বিত।	**৫৮,৬৬,৭৪৪.১২ টাকা** (আটান্ন লক্ষ ছেষট্টি হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র) (**০৩/০৮/২০২৩ অনুযায়ী**) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ৭,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (সাত লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ৭০,০০০.০০ টাকা** (সত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30035263592** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৮.	**ক) ঋণগ্রহীতা-** **মেসার্স থ্রি স্টার হার্ডওয়্যার** **স্বত্বাধিকারী- মনিনুদ্দিন আহমেদ** গ্রাম - গ্রামসালিকা, পোস্ট - ফতেপুর থানা- বড়ঞা, জেলা - মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৩২ **জামিনদার / বন্ধকদাতাগণ-** **১. জনাব ফিরোজ আলম** পিতা- প্রয়াত হেদায়েত আলী **২. জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ** পিতা- জনাব ফিরোজ আলম **৩. জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ** পিতা- জনাব ফিরোজ আলম **সকলেরই ঠিকানা** - গ্রাম - বেলগ্রাম, পোস্ট - পঞ্চথুপি, থানা - বড়ঞা, জেলা , মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৬১ **খ) সুন্দরপুর শাখা**	**সম্পত্তি ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন জেএল নং ১৩০, মৌজা - নিমাবাহাদুরপুর, প্লট নং আরএস ১৫ এবং ১৮, এলআর ১৬ এবং ১৯, খতিয়ান নং এলআর ২১২৪, ২১৪১, ২১৪২, ২১৪৩ এবং ২২৭৭, গ্রাম - বাহাদুরপুর, পোঃ- ফতেপুর, থানা- বারওয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪২১৬১,মোট জমির পরিমাণ ২২.৮৪ ডেসিমেল, **মইনুদ্দিন আহমেদ, সফিউদ্দিন আহমেদ, মহীউদ্দিন আহমেদ এর নামে** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং আই-১৬৯৭ তারিখ ২৪.০৬.২০১৩, আই-১৫৩৩ তারিখ ১৯.০৪.২০১৫ এবং আই-৪৪৬৫ তারিখ ২৫.০২.২০০৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নমির শেখের সম্পত্তি, দক্ষিণে : পানুটিয়া মেটাল রোড, পূর্বে : প্রকৃতি রঞ্জন মিত্রর সম্পত্তি, পশ্চিমে : হাইওয়ে নিকাশি সমন্বিত। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি জেএল নং ১২১, মৌজা - গ্রামসালিকা, প্লট নং আরএস ১০১৩ এবং ১০১৪, এলআর ১১১১ এবং ১১১৩ , খতিয়ান নং আরএস ১১৭১, ১১৭২, এলআর ১৫৪৭, গ্রাম বাহাদুরপুর, পোঃ- ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৬১ ঠিকানায় মোট এরিয়া ৩২.০০ ডেসিমেল **ফিরোজ আলম এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে আবু শেখের জমি, দক্ষিণে: মেটাল রোড, পূর্বে : মহম্মদ হান্নানের জমি, পশ্চিমে : হিরু শেখের জমি সমন্বিত।	**৩,০৩,৬৪,০১৪.০০ টাকা** (তিন কোটি তিন লক্ষ চৌষট্টি হাজার চৌদ্দ টাকা মাত্র) (**০২/০৮/২০২৩ অনুযায়ী**) এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) সম্পত্তি-১ এর জন্য :** **৮৬,৪০,০০০.০০ টাকা (*)** (ছিয়াশি লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি-২ এর জন্য :** **৪৬,১০,০০০.০০ টাকা (*)** (ছেচল্লিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি-১ এর জন্য :** **৮,৬৪,০০০.০০ টাকা** (আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকামাত্র) **সম্পত্তি-২ এর জন্য:** **৪,৬১,০০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ একষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) সম্পত্তি-১ এর জন্য :** **IDIB122718681731** **সম্পত্তি-২ এর জন্য :** **IDIB122718681732** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৩, স্থান : বহরমপুর **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

সিপিএমের জয়ী প্রার্থীকে মারধর করে অপহরণের অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার চাঁচলে জোট প্রার্থীর মধ্যেই তুমুল গোলমাল এবং অপহরণের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। সংশ্লিষ্ট এলাকার সিপিএমের এক জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থীকে মারধর করে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সিপিএমের ওই নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রার্থীর বাড়ি ও ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে চাঁচল ১ ব্লকের মকদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইতিমধ্যে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী টহলদারি শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল ১ ব্লকের মকদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৬ নম্বর বুথের ঘটনা। ২০ আসন বিশিষ্ট মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে মধ্যমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ টি আসন পেয়েছে তৃণমূল, ৮ টি পেয়েছে কংগ্রেস। ২টি সিপিএম এবং ১ টি পেয়েছে বিজেপি। ফলাফল বেরোনোর পর থেকেই বোর্ড গঠনের তোড়জোড় শুরু করে তৃণমূল এবং কংগ্রেস। প্রত্যেকেই নিজেদের জয়ী প্রার্থীদের গোপন আস্তানায় রাখতে শুরু করেছে।

স্থানীয় দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খবর সিপিএমের জয়ী প্রার্থীরা কংগ্রেসকে সমর্থন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন ১৩৬ নম্বর বুথের জয়ী সিপিএম প্রার্থী আনোয়ার আলি। আনোয়ার কংগ্রেসের প্রার্থীদের সঙ্গে গোপন আস্তানায় যান বাড়ির লোকেদের জানিয়ে।

আনোয়ার আলির পরিবারের অভিযোগ, এই মুহূর্তে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব দাবি করছে আনোয়ার তাদের আস্তানায় নেই। আনোয়ার তৃণমূলের ক্যাম্পে রয়েছে। এরপরই বৃহস্পতিবার রাতে কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আনোয়ার আলির বাড়িতে চড়াও হয়। বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর করে। সোনার গয়না এবং নগদ অর্থ লুঠপাঠ করে বলে অভিযোগ। এই মুহূর্তে উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চাঁচল থানার পুলিশ। সিপিএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, পুলিশকেও এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

যদি ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চাঁচলের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহেবুব জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনার কোনো সত্যতা নেই। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ঘটনার পিছনে শাসক দল তৃণমূলের ষড়যন্ত্র রয়েছে।

চাঁচলের বিধায়ক নিহার ঘোষ জানিয়েছেন, জোট প্রার্থীদের মধ্যেই গোষ্ঠীকোন্দল শুরু হয়েছে। তারা একে অপরের জয়ী প্রার্থীদের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে, গোলমাল করছে। আর নিজেদের দোষ এড়াতে তৃণমূলের নামে মিথ্যা বদনাম করছে। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

KESORAM কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০ ০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ৫১২১;
ওয়েবসাইট: www.kesocorp.com; ই-মেইল: corporate@kesoram.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ (**"অ্যাক্ট"**) এর সেকশন ১১০ এবং ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং ("এসএস-২"), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (**"সেবি-এলওডিআর রেগুলেশনস"**) যেকোন সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) সহ, অনুসারে নোটিশ দেওয়া যে, ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখের পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য সাধারণ পরিষদের অনুমোদন চেয়ে একটি প্রস্তাব শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ("রিমোট ই-ভোটিং") ভোট দিয়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে একটি বিশেষ রেজোলিউশন হিসাবে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে।

প্রাসঙ্গিক এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ ৪ অগস্ট, ২০২৩-এ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদে রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ ডিপোজিটরির সাথে **কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ২৮ জুলাই, ২০২৩ ('কাট-অফ তারিখ')** হিসাবে নিবন্ধিত।

শেয়ারহোল্ডাররা খেয়াল করতে পারেন যে এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট : **www.kesocorp.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর যথাক্রমে **www.bseindia.com**, **www.nseindia.com** এবং **www.cse-india.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট : **www.evoting.nsdl.com** এ উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। আরপি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস -এর রিতু বাজাজ (সদস্য নং এফসিএস-৯৯১৩), কোম্পানির প্র্যাকটিসিং সেক্রেটারি, কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে যাতে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনা করা যায়।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ৫ অগস্ট, ২০২৩ শনিবার সকাল ৯.০০ (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এরপরে এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে হবে।

ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলীর জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশে দেওয়া নির্দেশাবলী লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধার সাথে সংযুক্ত সহায়তা প্রয়োজন তারা শ্রী অমিত বিশাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট/ সাথে / মিসেস পল্লবী মাহত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল **evoting@nsdl.co.in**, টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০৯৯০ এবং ১৮০০ ২২৪৪ ৩০ এ যোগাযোগ করতে পারেন ।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে অবহিত করা হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে তালিকাভুক্ত এবং কোম্পানি এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হবে।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা/-
গৌতম গাঙ্গুলী
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ :: ৪ অগস্ট, ২০২৩

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : "বৈভব" ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ-০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪, ফ্যাক্স নং. ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২, ২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল: smifscap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

বিজ্ঞপ্তি

১) এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (দ্য 'কোম্পানি) -এর সদস্যদের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ শনিবার বেলা ১০.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি)/ওএভিএম-এর মাধ্যমে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) -এর ইসু করা জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১০/২০২২, ০২/২০২২, ০২/২০২১, ২০/২০২০, ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (অতঃপর যৌথভাবে "সার্কুলারস" হিসাবে উল্লেখিত) কর্তৃক ইসু করা সার্কুলার নং এসইবিআই/ এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোম্পানিকে একটি কমন ভেনু-তে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি না ঘটিয়ে (ভিসি)/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোম্পানির এজিএম অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে, ১৮ মে, ২০২৩ তারিখের এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্ত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য।
২) সার্কুলারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এজিএম-এর নোটিসের এবং ২০২২-২০২৩-এর বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপি সেইসমস্ত সদস্যকে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার্ড। এইসব কাগজপত্র এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং সেন্ট্রাল ডিপজিটরিজ সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর ওয়েবসাইটে www.cdslindia.com। ই-মেল -এর মাধ্যমে এজিএমের নোটিস প্রেরণ **৪ আগস্ট, ২০২৩** তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে।
৩) যে-সব সদস্য বাস্তবিক আকারে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে কাট-অফ ডেট (২ সেপ্টেম্বর, ২০২২) তারিখ মতো শেয়ার ধারণ করেন, তাঁরা তাঁদের ভোট সিডিএসএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের ('রিমোট ই-ভোটিং') মাধ্যমে এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যাদির উপর বৈদ্যুতিনভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।
সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে :
১. এজিএম-এর নোটিসে বর্ণিতমতো কার্যাদি নিষ্পন্ন করা যাবে এজিএম -এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে;
২. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ (সকাল ১০টায়);
৩. রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত হবে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ (বিকেল ৫টায়);
৪. এজিএমে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের উপযুক্ততা নির্ধারণের কাট-অফ ডেট হবে ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩;
৫. রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকেল ৫টার পর;
৬. কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং সদস্য হয়েছেন এজিএম -এর নোটিস প্রেরণের পরবর্তীকালে এবং শেয়ার ধারণ করেন কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখমতো, তাঁরা লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন mdpldc@yahoo.com -তে অনুরোধ পাঠিয়ে। অবশ্য যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিং -এর জন্য সিডিএসএল -এ ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড হন, তবে বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড তাঁদের ভোটদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে;
৭. সদস্যরা অবহিত হবেন যে, ১) রিমোট ই-ভোটিং মডিউল সিডিএসএল কর্তৃক নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকেল ৫.০০টায়, কোনও ভোট যদি সদস্য দ্বারা কোনও প্রস্তাবের ওপর একবার দেওয়া হয়, তবে সেই সদস্যকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে না; ২) এজিএম চলাকালীনও ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম -এ উপস্থিত সেইসব সদস্য যাঁরা প্রস্তাবের ওপর তাঁদের ভোট দেননি এবং তা দেওয়ার জন্য অন্যভাবে নিষিদ্ধ নন, তাঁরা এজিএম -এ ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন; ৩) এজিএম -এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাঁদের ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও এজিএম -এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাঁরা ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না; এবং ৪) কেবল সেইসব ব্যক্তি সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ ডেট মতো নথিভুক্ত আছে, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধা বা এজিএম -এ ই-ভোটিং -এর সুযোগ পাবেন।
৮. ডিমেটিরিয়ালাইজ পদ্ধতিতে, বা ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য এবং সেইসব সদস্য যাঁরা তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্ট্রি করেননি তাঁদের রিমোট ভোটিং -এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে। বিস্তারিত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এইসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সদস্যদের দেখতে বলা হচ্ছে www.smifscap.com ।
৯. যে-সব সদস্য তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্ট্রি করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে স্ব-স্ব ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার করিয়ে নিতে। বাস্তবিকভাবে শেয়ারের অধিকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১ -এর কাছে হালনাগাদ করিয়ে নিতে। এঁদের ফোন নং ০৩৩-২২৪৮২২৪৮, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৪৮৪৭৮৭, mdpldc@yahoo.com ৪০তম এজিএম -এর নোটিস-সহ বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২-২০২৩ -এর কপি পাওয়ার জন্য, রিমোট ই-ভোটিং -এর নির্দেশাবলি এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য।
১০. ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে সদস্যরা এখানে লিখতে পারেন শ্রী অর্ঘ্য মজুমদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সিডিএসএল, সিডিএসএল, ইউনিট নং এ১(২) এবং এ১(৩), ব্লক, ২য় তল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ অথবা ই-মেল পাঠাতে পারেন এখানে arghyam@cdslindia.com বা যোগাযোগ করুন ৯১৯৮৩০০৮২২৯১ এই ফোন নম্বরে। প্রশ্নগুলি helpdesk.evoting@cdslindia.com -এও পাঠানো যেতে পারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(অয়ন্তী সেন)
কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কমপ্লায়ান্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৪ অগস্ট, ২০২৩

শিক্ষক তৃণমূলের নেতা, প্রভাব খাটিয়ে স্কুলে না আসার অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুলের শিক্ষক নাকি শাসকদলের নেতা! আসেন না রোজ স্কুলে, কেউ কিছু বলতে গেলে গম্ভীর গলায় তাঁর দাবি, তিনি বুঝে নেবেন। এমনই অভিযোগে সকাল থেকে উত্তাল হল বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের বাদুলাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অভিভাবকরা সকাল থেকে দফায় দফায় জমায়েত হয়ে স্কুল চত্বরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রায়ই স্কুলে আসেন না বাদুলারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী এক শিক্ষক তোফিকুর রহমান। যিনি নাকি বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি।

উল্লেখ্য, যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বারংবার শিশু শিক্ষার বিষয়ে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করছেন, সেখানে এক ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ল বাঁকুড়ার এই স্কুলে। অভিযোগ, শিক্ষক যিনি নাকি সমাজ গড়ার কারিগর তিনি গরহাজির স্কুলে। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বাদুলারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট আটজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন, যার মধ্য তিনজন প্রায়ই কামাই করেন, তার মধ্যে একজন শাসকদলের নেতা। বিষয়টি নিয়ে আগেও স্কুলে এসে অভিযোগ জানালেও, কোনও সুরাহা মেলেনি। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বারংবার হয়েই চলেছে। এই ঘটনা

যদি চলতে থাকে ভবিষ্যতে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন বলে জানান অভিভাবকরা। ওই শাসকদলের শিক্ষক নেতা তোফিকুর রহমান অভিযোগ মানতে চাননি, তিনি ফোনে বলেন, 'পুরো বিষয়টি আমি মিটিয়ে নেব।'

শিক্ষার জন্য বর্তমানে রাজ্য সরকার যেখানে বারংবার জোর দিচ্ছে, সেখানে মানুষ গড়ার কারিগরদের এই ধরনের উদাসীনতা প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে কোন পথে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত চন্দন মণ্ডলকে নিয়ে রাজনৈতিক তরজা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ধৃত চন্দন মণ্ডলের বিলাসবহুল জীবনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, যা ঘিরে নতুন করে শুরু রাজনৈতিক তরজা। বিলাসবহুল জীবনযাপন এজেন্টদের সঙ্গে নিয়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই এর হাতে ধৃত বাগদার চন্দন মণ্ডলের এমনই ছবি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়,যদিও এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। রাজ্যজুড়ে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চলছে তোলপাড়। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার রাজ্য সরকারের মন্ত্রী-বিধায়ক সহ শিক্ষা দপ্তরের একাধিক ব্যক্তি সহ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মিডিলম্যানরা। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে নিয়োগে গড় মিলের তালিকা দিনকয়েক আগে প্রকাশ হয়েছে। তারপরেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই এর হাতে ধৃত বাগদার চন্দন মণ্ডলের সঙ্গে স্থানীয় সিপিএম তৃণমূল নেতাদের নিয়ে সমুদ্র সৈকতে নৌকোয় বোটিং করা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে চন্দন মণ্ডল তার সামনে স্থানীয় সিপিএম নেতা রঞ্জিত মণ্ডল এবং তাঁর সামনে স্থানীয় তৃণমূল নেতা অভিজিৎ পোদ্দার। দাবি করা হয়েছে চন্দন মণ্ডল তার এজেন্টদের নিয়ে চাকরি বিক্রির কোটি কোটি টাকায় এভাবেই তার এজেন্টদের নিয়ে ফূর্তি করত। সেই পোস্টটিতে অভিজিৎ পোদ্দার ও রঞ্জিত মণ্ডলকে এজেন্ট দাবি করে তাদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অভিজিৎ পোদ্দারের স্ত্রীর নাম চাকরি গরমিলের তালিকায় এসেছে। তার শাশুড়ি অর্থাৎ মৌসুমীর মা তৃণমূলের দু'বারের প্রাক্তন প্রধান এবং বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতি জয়ী প্রার্থী। এই নিয়ে বনগাঁ উত্তর এর বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, আমি আগেই দাবি করেছিলাম চন্দন মণ্ডলের টাকা তৃণমূলের উঁচু তলায় নেতা-নেত্রীরা যেমন খেয়েছে তেমন বিদেশেও গেছে। চন্দন মণ্ডল যেমন দোষী তেমনি ভাবে

তার এজেন্ট যারা রয়েছেন তাঁরাও দোষী আমি ইডি-সিবিআইকে অনুরোধ করব তাদেরকেও গ্রেপ্তার করুন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বিজেপির কাজ নেই তাই তারা এসব নিয়ে সমালোচনা করছে। এটা যেহেতু আইনের বিষয় আমার আইনের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে। উনি অন্যায় করলে শাস্তি পাবে তাছাড়া উনি তৃণমূল কখনও করেননি উনি সিপিআইএম করতেন। আমাদের একটাই বক্তব্য আইন আইনের পথে চলবে।

কেদারনাথ যাত্রার রাস্তায় ধস নেমে মৃত ৩ জন, নিখোঁজ বহু

দেরাদুন, ৪ অগস্ট: কেদারনাথ যাত্রার পথে ভয়ংকর ধসে প্রাণ হারালেন অন্তত ৩ জন। লাগাতার প্রবল বৃষ্টির জেরে বৃহস্পতিবার রাতে রাস্তায় ধস নামে। ঘটনায় এখনও নিখোঁজ অন্তত ১৬ জন। তাঁদের উদ্ধারে নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

কেদারনাথ যাত্রার মরশুম এখন। প্রতিদিনই উত্তরাখণ্ডের এই রাস্তায় তাই বিরাট ভিড়। একের পর এক গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে কেদারনাথের পথে। সেই রাস্তাতেই গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় রীতিমতো ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে গৌরিকুণ্ড এলাকার রাস্তায় ধস নামে। সার্কল অফিসার বিমল রাওয়াত জানান, এখনও পর্যন্ত তিনজনের দেহ উদ্ধার করতে পেরেছে জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল। মৃতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। ১৬ জনের খোঁজে চলছে তল্লাশি। যাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁদের অনেকেই নেপালের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে তিন ও ছ'বছরের শিশুও রয়েছে। তবে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে উদ্ধার কাজে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বেশ কিছু দোকানে বৃষ্টির জলে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে উত্তরাখণ্ডের বেশ কয়েকটি এলাকায় কমলা এবং হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাউরি, তেহরি, রুদ্রপ্রয়াগ এবং দেরাদুনে শুক্রবারও ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। যার জন্য সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিকে হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে চামোলি, নৈনিতাল, চাম্পাওয়াত, আলমোরা এবং বাগেশ্বরে। সব মিলিয়ে বৃষ্টিতে বেশ করুণ পরিস্থিতি উত্তরাখণ্ডের।

কাবেরী নদীর জল চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি স্ট্যালিনের

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: জোটসঙ্গী আগেই ছিল। লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ বানিয়ে আরও কাছাকাছি এসেছে কংগ্রেস ও দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাকম বা ডিএমকে। তামিলনাড়ুতে শাসক দলের ক্ষমতায় রয়েছে এমকে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে। এদের জোটসঙ্গী কংগ্রেস। সম্প্রতিই বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-রও অন্যতম দুই সদস্য হল এই দুই দল। বিজেপিকে হারাতে যেখানে একজোট হয়েছে দুই দল, সেখানেই আবার জল বন্টন নিয়েই বিরোধ বাধল কংগ্রেস-ডিএমকের মধ্যে। কাবেরী নদীর জল বন্টনের সমস্যা মেটাতে প্রতিবেশী রাজ্য কর্নাটকের সঙ্গে কথা না বলে, সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে চিঠি লিখলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতিই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি সরাসরি কাবেরী নদীর জল বণ্টন নিয়ে কর্নাটক সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, কর্নাটক সরকার মেত্তুর রিজার্ভার থেকে কাবেরী নদীর জল না ছাড়ায়, তামিলনাড়ুর কৃষকরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। বিশেষ করে, কাবেরী নদীর বদ্বীপে কুরুভাই চাষের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে কারণ এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। ফলে মেত্তুর রিজার্ভার থেকে ছাড়া জলের উপরই নির্ভর করতে হয়।

এমকে স্ট্যালিন চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের তরফে কাবেরী নদীর জলবন্টন স্থির করে দেওয়া হয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্নাটক সরকার সেই নিয়ম মানছে না। ১ জুন থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে যেখানে কর্নাটক সরকারের ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার কথা ছিল, সেখানে মাত্র ১১ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এই বিষয়ে গত ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

জলবণ্টনের এই সমস্যা মেটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আর্জি জানানো নিয়েই এবার রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। সমালোচকদের বক্তব্য, শুধুমাত্র নরেন্দ্র মোদির প্রতি ঘৃণা থেকে কংগ্রেস ও ডিএমকে একজোট হয়েছে। এই দুই দল নিজেদের মধ্যে সমস্যা মেটাতে পারছে না বলে প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চাইছে। যারা নিজেদের সমস্যাই মেটাতে পারে না, তারা কীভাবে দেশের মানুষের সমস্যা মেটাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

থানের কলেজে এনসিসি প্রশিক্ষণে বেধড়ক মার

ভাইরাল ভিডিও

থানে, ৪ অগস্ট: বৃষ্টি পড়ছে। জমা জলে মাথা গুঁজে উপুড় হয়ে রয়েছেন কয়েক জন তরুণ। লাল টিশার্ট পরা এক যুবক তাঁদের পিছনে হাঁটছিলেন আর একটু নড়াচড়া দেখলেই ওই তরুণদের পিঠে লাঠি দিয়ে মারছেন। কাদাজলের মধ্যে এক সারিতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা সেই তরুণদের উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছিলেন ওই যুবক।

একটু এ দিক ও দিক হলেই ওই তরুণদের পিঠে পড়ছিলে লাঠির ঘা। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেও ছাড়া হচ্ছিল না তাঁদের। পাশেই এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখছিলেন আরও কয়েক জন। এমনই একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রের থানেতে।

বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, ভিডিওটি থানের বান্দোড়কর কলেজের। সেই কলেজে এনসিসি ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের সময় তাঁদের এক ঊর্ধ্বতনের বিরুদ্ধে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। সেই মারধরের ভিডিও কলেজেরই একটি ঘর থেকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন এক ছাত্র। তাঁদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হয়, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কলেজে এনসিসি ক্যাডেটদের সঙ্গে এই ধরনের আচরণের ভিডিও ভাইরাল হতেই বান্দোরকড় কলেজের অধ্যক্ষ সুচিত্রা নায়েক জানিয়েছেন, ঘটনাটি সত্যি কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অধ্যক্ষ আরও বলেন, 'বিষয়টিকে আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। এই ধরনের আচরণ কোনও ভাবে বরদাস্ত করা হবে না। যে সিনিয়র ছাত্র এই ধরনের কাজ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই কলেজে ৪০ বছর ধরে এনসিসির প্রশিক্ষণ হয়। এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমার ধারণা। তবে এই ঘটনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, মানসিক ভাবে অসুস্থ কোনও মানুষই এই ধরনের কাজ করতে পারেন।'

আস্ত ফুটবলারকে গিলে খেল কুমির

সান জোস, ৪ অগস্ট: শরীরচর্চা করতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। নদীতে থাকা কুমিরের আক্রমণে প্রাণ হারালেন ২৯ বছর বয়সি কোস্টা রিকার এক ফুটবলার। জানা গিয়েছে, নদীর ওই নির্দিষ্ট এলাকায় প্রচুর কুমিরের বাস। সেই কারণেই ওই এলাকায় জলে নামতে দেওয়া হয় না কাউকে। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা উড়িয়েই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন ফুটবলার, এমনটাই জানা গিয়েছে। ক্লাবের সদস্যের এহেন মর্মান্তিক পরিণতিতে ভেঙে পড়েছেন চুচোর সতীর্থরা। ক্লাবের তরফে শোকবার্তা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'আজকের দিনটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক। কোচ, খেলোয়াড় হিসাবে ভূমিকা পালনের পাশাপাশি পরিবারের প্রতিও খুবই দায়িত্ববান ছিল

চুচো। তুমি সবসময় আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে চুচো।' মৃত ফুটবলারের নাম জেসুস অয়ালবার্টো লোপেজ অরতিজ। কোস্টা রিকার ফুটবল মহলে চুচো বলেই পরিচিত ২৯ বছর বয়সি ওই ফুটবলার। বর্তমানে দেপোর্তিভো রিও কানাস নামে একটি ক্লাবে খেলতেন চুচো। ওই ক্লাবের তরফেই চুচোর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। কীভাবে চুচোর মৃত্যু হল, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

জানা গিয়েছে, কানাস নদীর উপরে সেতুতে শরীরচর্চা করছিলেন চুচো। সেই সময়েই নদীতে ঝাঁপ দেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চুচোর একটি পায়ে কামড় দেয় কুমির। বেশ কিছুটা দূরে টেনে নিয়ে যায় চুচোর দেহ। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। কিন্তু কুমিরের দাপটে দেহ উদ্ধার করতে গিয়েও বিপদে পড়ে পুলিশবাহিনী। শেষ পর্যন্ত গুলি করা হয় কুমিরগুলিকে। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু করেছে স্থানীয় রেড ক্রস ও পুলিশ। তবে চুচোর দেহাবশেষ হাতে পেতে এখনও অনেক সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে।

মসজিদ কমিটির আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

জ্ঞানবাপী মসজিদে চলবে এএসআই-এর সমীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: এলাহাবাদ হাইকোর্টের অনুমোদন পাওয়ার পরেই শুক্রবার সকাল থেকে বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)-এর 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র কাজ শুরু হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট বিকেলে 'অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া (জ্ঞানবাপী) মসজিদ কমিটি'র আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দিল, এএসআই-এর পুরাতত্ত্ববিদেরা সমীক্ষার কাজ চালিয়ে যাবেন। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ সমীক্ষার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে মসজিদ কমিটির আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে এলাহাবাদ কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রীতিনকর দিবাকরের বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রেখেছে শীর্ষ আদালত।

শুক্রবার কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে এএসআই-এর পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞেরা জ্ঞানবাপী চত্বরে ঢুকে কাজ শুরু করেন। সূত্রের খবর, 'সিল' করা এলাকার বাইরে পশ্চিমের দেওয়াল-সহ কিছু অংশে কিছু 'পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন' লিপিবদ্ধ করা এবং ছবি তোলার কাজ চলে। তবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের 'পরামর্শ' সত্ত্বেও জ্ঞানবাপী মসজিদ কমিটি'র তরফে এই প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করা হয়নি। মসজিদ কমিটির যুগ্ম সচিব এসএম ইয়াসিন বলেন, 'এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আমরা বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছি। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ দেখে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।'

বৃহস্পতিবার সকালে বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে এএসআই-এর 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র ছাড়পত্র দিয়েছিল এলাহাবাদ কোর্টের প্রধান বিচারপতি দিবাকরের বেঞ্চ। বিকেলে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মসজিদ কমিটি। মসজিদ চত্বরে কোনও রকম পুরাতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার উপর স্থগিতাদেশের আর্জি জানানো হয়েছিল মসজিদ কমিটির তরফে। জ্ঞানবাপী মসজিদের তলায় বৌদ্ধ স্তূপ রয়েছে বলেও বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদনে দাবি করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের বৌদ্ধ সংগঠন 'শ্রমণ সংস্কৃতি রক্ষা মঞ্চ'-এর তরফে ওই আবেদনে বলা হয় প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীর বৌদ্ধ স্তূপটির উৎখননের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক শীর্ষ আদালত। প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই বারাণসী জেলা আদালতের সিনিয়র বিচারক অজয়কুমার বিশ্বেস হিন্দু পক্ষের আবেদন মেনে জ্ঞানবাপী মসজিদের 'সিল' করা এলাকার (ওজুখানা এবং ভূগর্ভস্থ জলাধারের তথাকথিত শিবলিঙ্গ) বাইরে এএসআই-কে সমীক্ষার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মসজিদ কমিটি। গত ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ ৪৮ ঘণ্টার জন্য বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশের (জ্ঞানবাপী চত্বরে পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা) উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। ওই সময়সীমার মধ্যে এ বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

রুশ নৌসেনা ঘাঁটিতে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার অভিযোগ

মস্কো, ৪ অগস্ট: কৃষ্ণসাগরের কাছে অবস্থিত নভোরোসিয়াস্ক বন্দরে রাশিয়ার নৌসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা করল ইউক্রেন। এমনই দাবি মস্কোর। তবে সেই ড্রোন যে রুশ সেনা উড়িয়ে দিয়েছে তাও জানাচ্ছে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রক। কয়েক দিন আগেই মস্কোর নুকোভো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার অভিযোগ করেছিল মস্কো। কয়েকদিনের মধ্যে ফের উঠল হামলার দাবি।

রুশ সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন, শুক্রবার সকালে ওই বন্দরের কাছ থেকে টানা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দ ভেসে আসতে থাকে। যদি এই গুঞ্জন সত্যি হয়, তাহলে রাশিয়ার প্রধান বাণিজ্যিক বন্দরে এটাই ইউক্রেনের প্রথম হামলা। ইতিমধ্যেই নভোরোসিয়াস্ক বন্দরে সমস্ত জাহাজ চলাচলই অস্থায়ী ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে বন্দরের তরফে জানানো হয়েছে, ড্রোন হামলায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এমনকী ট্যাঙ্কারে তেল ভরার প্রক্রিয়া চলছে।

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালায় রুশ সেনা। সেই থেকে শুরু হয়েছে যুদ্ধ। দেড় বছর পরেও অব্যাহত হয়েছে লড়াই। সম্প্রতি ইউক্রেনের বিরুদ্ধেও পালটা হামলা করার অভিযোগ জানিয়েছে রাশিয়া। এর আগে ক্রেমলিন ও রাশিয়ার অন্যান্য শহর, যেগুলি ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী, সেখানে কিয়েভ ড্রোন হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। এবার হামলার গুঞ্জন রুশ নৌসেনা ঘাঁটিতে।

ইরানে হিজাব না পরলে হতে পারে ১০ বছরের সাজা

তেহরান, ৪ অগস্ট: হিজাব বিদ্রোহ দমনে মরিয়া ইরান সরকার। তরুণী মাহসা আমিনির মৃত্যুতে যে বিপ্লব নাড়িয়ে দিয়েছিল দেশটির মোল্লাতন্ত্রকে তা ব্যর্থ করতে এবার আরও কড়া আইন আনতে চলেছে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির প্রশাসন। বিল পাশ হলেই সেই আইন কার্যকরী হবে। যার জেরে হিজাব না পরলে ৫ থেকে ১০ বছরের জন্য জেলে যেতে হবে। গুনতে হবে বিপুল জরিমানা।এখনও পর্যন্ত ইরানে যে আইন, তাতে ১০ দিন থেকে ২ মাস পর্যন্ত কারাবাসের সাজার নিদান রয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় জরিমানার অঙ্ক ৯৭ টাকা থেকে ৯৭৭ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু কারাবাসের মেয়াদের মতোই জরিমানাও একলাফে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত, ২০২২-এর ১৬ সেপ্টেম্বর ইরানের নীতি পুলিশের মারে মৃত্যু হয় ২২ বছরের কুর্দ তরুণী মাহসা আমিনির। ঠিকমতো হিজাব পরেননি, এটাই নাকি ছিল তাঁর অপরাধ। ওই ঘটনার পর থেকেই দেশজুড়ে শুরু হয় প্রতিবাদী মিছিল। স্বৈরশাসকের বিরোধিতায় ইতালির বুকে তৈরি হওয়া 'বেলা চাও' গানটি গেয়ে ইরানের রাস্তায় প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায় মেয়েদের। হিজাব বিরোধী সেই আন্দোলনে শামিল হন পুরুষদের একাংশও। বেকায়দায় পড়লেও অবস্থান বদলে নারাজ ইরানের সরকার। তেহরানের দাবি, এই বিক্ষোভের পিছনে হাত রয়েছে আমেরিকার। প্রতিবাদ দমনে নির্বিচারে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবোমা চালাতে দেখা গিয়েছে। দেওয়া হয়েছে ফাঁসির সাজা। এবার হিজাব আইন আরও কড়া করে প্রতিবাদীদেরই বার্তা দিচ্ছে প্রশাসন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 09/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 1 nos Electric works. Bid Submission start-**04/08/2023**, Ends- **18/08/ 2023** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Notice Inviting e-Tender
Undersigned invites **e-NIT No.: 137/DNK-PS/ENG/2023-24, Date: 03.08.2023**, for civil works under **BEUP.** Last Date of Bid Submission through online at e-procurement link **https://wbtenders.gov.in** on **18.08.2023 till 05:00 PM.** Details can be seen at **www.hooghly.nic.in** or at the office of undersigned in any working days within office hour.
Sd/-
Executive Officer
Dhaniakhali Panchayat Samity
Dhaniakhali, Hooghly

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Tender
Tender Notice No. T-125/PW/Eng/2023 dated 03.08.2023
Memo No. 672/PW/Eng/2023 dated 03.08.2023
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/12/2023-2024 তারিখ : ০৩.০৮.২০২৩
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এস এবং ডি), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নিম্নোক্ত ২০২৩-২০২৪ সময়ে হাওড়া পৌরসভা অধীন বেলগাছিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড, স্লাইডিং অব কালভার্ট বিবেকনগর নিকাশির উপর থেকে অক্সিডেশন পুকুর পর্যন্ত পাশে বেলগাছিয়া এফ রোড সংলগ্ন নিকাশি নালার সাময়িক সুরক্ষা কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে প্রথ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার/ www.wbtender.gov.in থেকে। ডাক দাখিলের শেষ তারিখ : ২১.০৮.২০২৩ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১১০(৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
৪.৮.২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
AIC / Agro/ e-EOI/2023-24/32 Dated- 04-08-2023
e-EOI is invited by the Agronimist on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd. 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Nurseries/ Firms/ Companies for their Empanelment for Supply of Saplings & Agri-Inputs under different Government Schemes within West Bengal. EOI document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in.** Application submission start date **04-08-2023 after 6.00 pm.** Application submission end date **18-08-2023 before 6.00 pm** as per e-EOI.
Dater : 04.08.2023 **Sd/- Agronomist**

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com.
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-18/23-24 dt. 04-08-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-19/23-24 dt. 04-08-2023
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply, Demonstration, Installation & Commissioning of Vermi Compost Bed & Delivery Pipe at Jhargram & Malda from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligiblility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 24/08/2023 at 16:30 hrs.

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯,
দূরভাষ নং. ৪০৫০-৬৩০০, ফ্যাক্স নং. ৪০৫০-৬৩৩৩ **ইমেল:** info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

₹প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২২৭১	১৩৪৫১	১৩০৪০	৫৪৭৫১
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(২৯২)	(৪২)	(১৭৯)	২১১
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময় কালের জন্য(ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৯২)	(৪২)	(১৭৯)	২১১
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময় কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২১৯)	(৫০)	(১৩৪)	১৩৪
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	(১৬১)	৪৪	(৯৪)	৩৪৬
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৬৬৩০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) (ক) মূল	(২.০৩)	(০.৪৬)	(১.২৫)	১.২৪
	(খ) মিশ্রিত	(২.০৩)	(০.৪৬)	(১.২৫)	১.২৪

দ্রষ্টব্য :
১. ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ৪ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) এ পাওয়া যাবে।
৩. ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানটি হল ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের বিষয়ে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানগুলি এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত তারিখ থেকে বর্ষের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য পরিসংখ্যান।
৪. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিস আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN-10198821
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৮.২০২৩

এশিয়া কাপের আগে স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে
দলে ফিরতে চলেছেন কেএল রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় শিবিরে স্বস্তি। শোনা যাচ্ছে, সব ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন এশিয়া কাপের দলে থাকতে পারবেন কেএল রাহুল। ফেরার সম্ভাবনা আরেক তারকা শ্রেয়স আইয়ারেরও। উভয়েই ম্যাচ খেলার জন্য 'ফিট' বলেই ভারতীয় বোর্ড সূত্রে খবর।

আগামী ৩০ আগস্ট শুরু এশিয়া কাপ। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় বসছে টুর্নামেন্টের আসর। তবে পাকিস্তানে খেলতে যাবে না টিম ইন্ডিয়া। তাদের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতেই। এই টুর্নামেন্টের আগে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের চিন্তা ছিল চোট-আঘাত নিয়ে। চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কেএল রাহুল এবং শ্রেয়স আইয়ার। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিটনেস ট্রেনিং চলছে তাঁদের। তবে এবার শোনা যাচ্ছে, চোটমুক্ত হয়ে ম্যাচ খেলার জন্য পুরোপুরি ফিট ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার রাহুল। অভিজ্ঞ এই তারকাকে পাওয়া গেলে দলের সুবিধা হবে বইকী। আ শ্রেয়সের মতো ব্যাটার ফিরলে আরও শক্তিশালী হবে দলের মিডল অর্ডার। সম্প্রতি নিজের শরীরচর্চা এবং অনুশীলনের বেশ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রাহুল। সেখানে বেশ ফিট হিসেবেই নিজেকে তুলে ধরেছেন তিনি। সূত্রের খবর, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচ এবং বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল

বিশেষজ্ঞরা রাহুলের ফিটনেস নিয়ে সন্তুষ্ট। তাঁকে রেখেই এশিয়া কাপের দল তৈরি হবে বলে খবর। শোনা যাচ্ছে, শ্রেয়সও অনেকটাই ফিট। তাঁকে নিয়েও আশার আলো দেখছেন মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞরা। তবে আরেক সূত্র বলছে, এশিয়া কাপে হয়তো ফেরা হবে না তাঁর। অস্ত্রোপচারের পর তাঁর পিঠের ব্যথা এখনও সামান্য হলেও ভোগাচ্ছে।

তবে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজেই কামব্যাক করছেন দুই তারকা জশপ্রীত বুমরাহ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। ভারতীয় দলকে নেতৃত্বও দেবেন তিনি। ফলে এশিয়া কাপের জন্য যে তাঁদেরও পাওয়া যাবে, এ নিয়ে আপাতত কোনও সন্দেহ নেই।

বিশ্বকাপে ভারতকে ঘরে ঢুকে হারাবে পাকিস্তান! কোহলিদের চ্যালেঞ্জ ওয়াকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের আসরে ১৩তম প্রচেষ্টায় ভারতকে ২০২১ সালে প্রথম হারিয়েছিল পাকিস্তান। বাবর ইতিমধ্যেই পাকিস্তান ক্রিকেটে একটি নতুন ভোর নিয়ে এসেছেন। এমন পরিস্থিতিতে কিংবদন্তি পাক ফাস্ট বোলার ওয়াকার ইউনিস নিশ্চিত যে, পাক ব্রিগেড ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত ২০২৩ বিশ্বকাপে শক্তিশালী ভাবে শিরোপা জয়ের দাবিদার হিসেবে খেলতে নামবে।

ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের তারকা-খচিত স্কোয়াড সম্পর্কে নিজের মতামত ভাগ করে নেওয়ার সময়ে প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াকার ইউনিস স্মরণ করেছেন যে, আগে বিশ্বকাপে ভারত-পাক হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের সময়ে গ্রিন আর্মি সব সময়ে কিছুটা পিছিয়ে থাকত। তিনি এও স্বীকার করেছেন, সেই সময়ে আইসিসি ইভেন্টে ভারতের বিরুদ্ধে শ্বাসরোধ অবস্থা হত পাকিস্তানের।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। পাকিস্তান দলটা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।

রিজওয়ান, শাহিন, শাদাব প্রত্যেকেই জানেন ভারতের মাঠে কতটা কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তৈরি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি পাকিস্তান ক্রিকেটারদের বলতে চান স্বাভাবিক ক্রিকেট খেল। ভারতের বিরুদ্ধে চাপ নিতে হবে না। ওয়াকার বিশ্বাস করেন তবেই পাকিস্তান ভারতকে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

কিশোর কুমারকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন মাস্টার ব্লাস্টার

ভিডিওতে শচীন বলছেন,
আজ কিশোরদার জন্মদিনে
এমন একটা গান চালাব, যা
প্রত্যেকের মন জিতে
নিয়েছে। গানের
কথাগুলোয় দম আছে।
আপনাদের গানটা শোনাচ্ছি।
তবে আর আগে বলব,
আপনারাও কিশোরদার প্রিয়
গানটি শেয়ার করুন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: আট থেকে আশি, পুরনো প্রজন্ম থেকে নবপ্রজন্ম, কিশোর কুমারের গানের সুরে মোহিত সকলেই। তাঁর গানের আবেদন এতটাই বিস্তীর্ণ যে যুগের পর যুগ একইরকম ভাবে তাঁকে আপন করে নিয়েছে। সেই কিংবদন্তি সুরেলা কিশোরের ভক্ত শচীন তেণ্ডুলকরও। জন্মবার্ষিকীকে তাঁকে অভিনব শ্রদ্ধা জানালেন মাস্টার ব্লাস্টার।

কিশোর কুমারের কোন গান পছন্দ। টুইটারে একটি ভিডিও শেয়ার করে শচীন নিজেই জানালেন সে কথা। তবে শুধুই যে কিশোরের গান বাজালেন, তাই নয়, প্রত্যেকের কাছে আরজি জানালেন যেন তাঁরাও দিকে দিকে এভাবেই ছড়িয়ে দেন সুরের জাদুকরের গানগুলি। নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, কিশোর কুমারের কোন গান ভীষণ পচন্দ শচীন তেণ্ডুলকরের? 'আনেওয়ালা পল যানেওয়াল হ্যায়' গানটি শেয়ার করেছেন লিটল মাস্টার।

ভিডিওতে শচীন বলছেন, আজ কিশোরদার জন্মদিনে এমন একটা গান চালাব, যা প্রত্যেকের মন জিতে নিয়েছে।

গানের কথাগুলোয় দম আছে। আপনাদের গানটা শোনাচ্ছি। তবে আর আগে বলব, আপনারাও কিশোরদার প্রিয় গানটি শেয়ার করুন। জীবনের নানা সময়, হাসি-কান্না-মন খারাপে কিশোরদার গান শুনতে ভালবাসেন শচীন। তাই তাঁর জন্মবার্ষিকীতে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন মনের কথা। জানালেন, কিশোরদার কোন গান শুনতে দারুণ পছন্দ করেন তিনি।

আল নাসেরের রক্ষাকর্তা রোনাল্ডো, শেষ মুহূর্তের গোলে মান বাঁচালেন সি আর সেভেন

রিয়াধ: সদ্য বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে আল নাসেরে যোগ দিয়েছেন সেনেগালিজ ফুটবলার সাদিও মানে। বৃহস্পতিবার আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্সের ম্যাচে মিশরের ক্লাব জামালেকের বিরুদ্ধে অভিষেক হয়েছে তাঁর। ম্যাচের ৮৭ মিনিটে হেডে গোল করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর এই গোলেই মানের সৌদি আরবে অভিষেক পর্বটা বরবাদ হতে হতে বেঁচে গিয়েছে। আল নাসের বনাম জামালেক ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামেন সাদিও মানে। ম্যাচের ৮৭ মিনিট পর্যন্ত আল নাসের পিছিয়ে ছিল ০-১ গোলে। এই ফলাফলে ম্যাচ শেষ হলে সাদিও মানের অভিষেকের দিনই আরব ক্লাব চ্যাম্পয়ন্স থেকে আল নাসেরের বিদায় নিশ্চিত ছিল। এদিনও দলের রক্ষাকর্তা হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিটে আগে হেডে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান সিআর৭।

শুধু আল নাসেরের রক্ষাকর্তাই হলেন না, এর পাশাপাশি নতুন রেকর্ড গড়েছেন রোনাল্ডো। এই গোলটি ছিল আল নাসেরের হয়ে তাঁর ১৬তম এবং কেরিয়ারের ৮৪০তম গোল। এর পাশাপাশি ডান পা ছাড়াই রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা

এখন ৩০০। তাঁর অধিকাংশ গোলই ডান পা থেকে এসেছে। তার মধ্যে তিনশো গোল এল বাঁ পা, হেড ইত্যাদি মিলিয়ে। বৃহস্পতিবার মিশরের ক্লাবটির বিরুদ্ধে তাঁর হেড থেকে করা গোলটি হল ৩০০তম গোল। রিয়াল মাদ্রিদে থাকাকালীন ২০১২-১৩ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হেডে দারুণ গোল করেছিলেন। গোলটির জন্য ২.৯৩ মিটার লাফিয়েছিলেন রোনাল্ডো। লাফিয়ে গোল করার ক্ষেত্রে রোনাল্ডোর রেকর্ডই সর্বোচ্চ। সাদিও মানের অভিষেকের দিন যাবতীয় আলো কেড়ে নিলেন একাই। আল নাসেরের হয়ে নতুন মরসুমে এই নিয়ে তিনটি গোল করলেন রোনাল্ডো। আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্সের পাশাপাশি সৌদি প্রো লিগও শুরু হয়ে যাচ্ছে শীঘ্রই। আগামী ১৪ অগস্ট আল ইত্তেফাকের বিরুদ্ধে লিগের প্রথম ম্যাচ খেলবে আল নাসের।

নীল জার্সিতে অভিষেকের পরই তিলক ভার্মা বললেন, 'বিশ্বকাপ জিততে চাই'

ত্রিনিদাদ: একটা সুযোগের অপেক্ষা ছিল। সেই সুযোগ পেতেই তা কাজে লাগালেন বছর কুড়ির তিলক ভার্মা। এতদিন তাঁকে সকলে চিনত ২০২০ সালে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সদস্য এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে খেলা ক্রিকেটার হিসেবে। এ বার তিলকের এন্ট্রি হয়েছে সিনিয়র টিমে। চলতি ক্যারিবিয়ান সফরে যশস্বী জয়সওয়াল, ঈশান কিষাণ, মুকেশ কুমারদের মতো জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছে তিলক ভার্মার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ডেবিউ হয়েছে তিলক ভার্মার। তাঁর অভিষেক ম্যাচে ভারত জিততে না পারলেও, তিনি নজর কেড়েছেন। নীল জার্সিতে অভিষেক হওয়ার পর কী বললেন তিলক ভার্মা?

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে বছর কুড়ির তিলক ভার্মার। বিসিসিআই অভিষেক হওয়া তিলক ভার্মার এক ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছে। ডেবিউ ম্যাচ খেলার পর তিলক বলেন, 'সকলেই দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে। আমি ভাবতেও পারিনি এত তাড়াতাড়ি আমি ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ পাব। কারণ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের পরের

সময়টা পুরো বিশ্ব করোনার সঙ্গে লড়াই করছিল। সেই সময় আমি ঠিক করেছিলাম, যা সুযোগ পাব সেটাই কাজে লাগব।' অভিষেক হওয়া টি-২০তে ২২ বলে ৩৯ রান করা তিলক আরও বলেন, 'ছেলেবেলা থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল ভারতের হয়ে খেলে বিশ্বকাপ জেতা। আমি সব সময় ভাবি কী ভাবে বিশ্বকাপ জিততে পারি। আমি এখনও প্রতিদিন ভাবি, আমি এই পজিশনে ব্যাট করতে নামব এবং বিশ্বকাপ জিতব। এখন ভারতের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ পেয়েছি। তাই সেই মুহূর্তটা যেন আরও বেশি করে উপভোগ করতে পারছি। এ বার বিশ্বকাপ জেতার দিনও আসব। এই অনুভূতিটা অসাধারণ, আমি প্রকাশ করতে পারছি না। সকলেই জানতে চাইছে আমার কেমন লাগছে। আমি শুধু বলতে পারি, দারুণ অনুভূতি। গর্বিত বোধ করছি। এ বার ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার পালা।' ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রয়েছে। সেখানে একঝাঁক তরুণদের দেখা যেতে পারে ভারতীয় টিমে। তিলক ভার্মাও তার জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নজরে থাকবেন।

ম্যাচ হারের পর শাস্তি হার্দিকদের, জিতেও জরিমানা ওয়েস্ট ইন্ডিজের! কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতেও শাস্তির মুখে পড়তে হল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। শাস্তি পেতে হল হার্দিক পাণ্ড্যর দলকেও। কেটে নেওয়া হচ্ছে দু'দলের ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি।

মন্থর বোলিংয়ের জন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে রভম্যান পাওয়েলদের। একই দোষে দুষ্ট ভারতীয় দলও। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক ওভার কম বল করেছিল ভারতীয় দল। শাস্তি হিসাবে হার্দিকদের ম্যাচ ফি-র পাঁচ শতাংশ কেটে নেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দু'ওভার কম বল করেছিল। তাই

পাওয়েলদের জরিমানা করা হয়েছে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ।

আইসিসির আচরণ বিধির ২.২২ ধারা অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোলিং ইনিংস শেষ করতে না পারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সময়ের মধ্যে প্রতি ওভার কম বল করার জন্য ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়। সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা।

বৃহস্পতিবারের ম্যাচের মাঠের দুই আম্পায়ারই ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে মন্থর বোলিংয়ের রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে দু'দলের অধিনায়ককে তলব করেন ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন। তাঁর সামনে হার্দিক এবং পাওয়েল দোষ স্বীকার করে নেন।

বৃহস্পতিবার ত্রিনিদাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল। টান টান ম্যাচে ৪ রানে জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে পাওয়েলের দল।

অরল্যান্ডোর ফুটবলারের সঙ্গে ঝামেলা, মায়ামি দেখল মেসির রুদ্র রূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মায়ামি নতুন ক্লাবের জার্সিতে প্রতি ম্যাচেই ফুল ফোটাচ্ছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। ইন্টার মায়ামিতে এক এক করে গোল করে চলেছেন মেসি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলএম টেন পা রাখার পর থেকেই চারিদিকে মেসি মেসি রব। লিগস কাপে এই নিয়ে তিনটি ম্যাচ খেললেন মেসি। তৃতীয় ম্যাচে অরল্যান্ডো সিটির বিরুদ্ধে নেমেছিলেন মায়ামির নতুন সদস্য মেসি। লিগস কাপের এই ম্যাচ ফ্লোরিডা ডার্বি বলে পরিচিত। মাঠে তো বটেই, মাঠের বাইরেও এই ফ্লোরিডা ডার্বির রেশ দেখা গেল। ম্যাচের শেষেও রইল তার ছাপ। ৩-১ ব্যবধানে অরল্যান্ডো সিটিকে হারিয়ে লিগস কাপের শেষ-১৬ তে পৌঁছে গিয়েছে মায়ামি। দল জিতলেও ওই ম্যাচের পর মেসিকে মেজাজ হারাতে দেখা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে।

লিগস কাপে ইন্টার মায়ামি বনাম অরল্যান্ডো সিটির পুরো ম্যাচ জুড়ে বেশ কয়েক বার মেজাজ হারান মেসি। এবং তিনি বেশ কয়েকবার ফাউল করেন। এই ম্যাচে তাঁকে হলুদ কার্ডও দেখতে হয়েছে। মেসিকে খুব বেশি মেজাজ হারাতে দেখা যায় না। তিনি বেশ সংযমী। তাঁর শান্ত স্বভাব সকলের বেশ প্রিয়। সেই মেসিকে ফ্লোরিডা ডার্বিতে দেখা গিয়েছে অন্য মেজাজে। ম্যাচের মাঝে ফিলিপে মার্টিন্সের সঙ্গে মেসির উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে দেখা গিয়েছিল। মিয়ামির ফরোয়ার্ড

লিওনার্দো কাম্পুনা এসে তাঁদের আলাদা করেন। হাফটাইমের সময় দুই দলের ফুটবলাররা যখন টানেলের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ও মেসিকে দেখা যায় অরল্যান্ডোর এক ফুটবলারের সঙ্গে অন্য মেজাজে কথা বলতে। শেষ বাঁশি বাজার পরও মেসির রাগ কমেনি। দুই দলের ফুটবলাররা যখন টানেল দিয়ে বেরোচ্ছিলেন সেই সময় মেসির সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় সিজার আরাউজোর। সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে নেট দুনিয়ায়।

কোনও কোচও কুলদীপকে সাহায্য করেনি, বিস্ফোরক দাবি নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন সদস্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহেন্দ্র সিং ধোনির সময়কাল শেষ হচ্ছে। বিরাট কোহলি ধীরে ধীরে জাতীয় দলের দায়িত্বে নিজেকে পাকিয়ে তুলছেন। এই সময়কালে ভারতীয় দলে উত্থান ঘটে দুই তারকা স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যুজবেন্দ্র চাহালের। এই জুটি একের পর এক ম্যাচ জেতাতে থাকে। তাদের নাম হয়ে যায় কুল-চা জুটি। তবে কুলদীপ যার দলের ক্ষেত্রে ভাগ্য সহায় হয়নি। ভারতের হয়ে বেশ কয়েক মাস দাপিয়ে খেলার পর ঘটে ছন্দপতন। দল থেকে বারবার বাদ পড়তে থাকেন তিনি। তবে প্রতিবারই ফিরে এসে যোগ্য জবাব দিয়েছেন। সব ম্যাচ না খেলেও এই মরশুমে জাতীয় দলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি। নিয়েছেন ২২ উইকেট।

হারিয়ে যাওয়া এই কুলদীপ ফের জাতীয় দলে ফিরে আসার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এমন অবস্থায়

বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কুলদীপকে ভারতীয় দল প্রথম থেকে বাদ দেওয়ার সময় নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য থাকা সুনীল জোশি। জানান বাদ দেওয়ার সময় টিম ম্যানেজমেন্টের কেউই তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি।

সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর এই রিস্ট-স্পিনারকে তার পরবর্তী টেস্ট খেলার জন্য ২ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা এবং অক্ষর প্যাটেলরা সেই সময় উইকেট নিতে থাকায় কুলদীপের ওপর চাপ আরও বেড়ে যায়। দিনের পর দিন ভারতীয় দল থেকে বাইরে থাকেন তিনি। ভারতের প্রাক্তন নির্বাচক সুনীল যোশি প্রকাশ করেছেন, কুলদীপ একেবারেই কোনও সমর্থন ছাড়াই অনেকদিন ভারতীয় দলের বাইরে ছিলেন।প্রাক্তন ভারতের বাঁহাতি স্পিনার, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছেন ভারতীয় দলের সতীর্থ বা টিম ম্যানেজমেন্টের কেউই কুলদীপের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। সেই সময় তিনি ভারতীয় স্পিনারের হয়ে কথা বলতে শুরু করেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কে তিনি বলেন, 'কুলদীপ যাদব যখন বাদ পড়েছিল তখন আমি নির্বাচক কমিটির অংশ ছিলাম। ওকে সাহায্যের জন্য কে এসেছিল? কেউ ছিল না ওর পাশে। কোচিং স্টাফদের মধ্যে কেউই ছিল না। একমাত্র আমি ওর গুণাবলীর পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলাম।' তবে কুলদীপের এই অফ ফর্মের পিছনে অনেকেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে কাঠগড়ায় তোলে। কারণ ফর্মে থাকার পরও ম্যাচের পর ম্যাচ বসিয়ে রাখা হত এই স্পিনারকে। ফলে তাঁর ফর্ম হারায়। তবে এই বছর দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন কুলদীপ। শুধু তাই নয়, সব সমালোচনার জবাবও দিয়েছেন তিনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**